

পাক নাগরিক রউফকে সাহায্য! এসটিএফ-এর জালে আরও ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ আগস্টঃ পাক চর রানা রউফকে সাহায্যের অভিযোগে এসটিএফ-এর জালে আরও একা ধৃতের নাম ইমরান হোসেন। তপসিয়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর কয়েকদিন আগে রানা-র ‘সহযোগী’ তপসিয়া থেকেই এক কলেজ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মহম্মদ ইজাজের পর এবার এসটিএফ-এর জালে ইমরান। তাঁর বিরুদ্ধে রানাকে ভারতের ভূয়ো নথি বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসটিএফ সূত্রে খবর, ভারতের ভূয়ো নথি বানিয়ে দেওয়ার পশাপাশি আরও বড় অভিযোগে উঠেছে এই ইমরানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রানাকে পাকিস্তান থেকে ভারত তথা কলকাতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। এসটিএফ সূত্রে খবর, কটিমাল্ডু থেকে বিহার-নেপাল সীমান্ত দিয়ে রানাকে কলকাতায় নিয়ে আসত ইমরান। নেপাল থেকে প্রায় পাঁচ বার কলকাতায় এসেছিল পাক চর। ভারপর বিভিন্ন সেনা ছাউনি যেমন ফোর্ট উইলিয়ম, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট, এছাড়া বিভিন্ন রেল স্টেশনে নিয়ে যেত বলে অভিযোগ। মূলত, রানাকে কলকাতা চেনাতে সাহায্য করতেন ইমরান। এই অভিযোগেই তাঁকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। ধৃতকে আজ আদালতে বাসাসত আদালতে পেশ করা হবে। এসটিএফ মনে করছে শুধুমাত্র রানা, ইজাজ ও ইমরান নয়, আরও অনেকে রয়েছে। মূলত, ঘূরপথে আইএসআই-কে সাহায্য করছে একটা বড় চক্র। এমনই অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে হাবড়া থেকে জঙ্গি সন্দেহে রানা রউফকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। অভিযোগ, রানা পাকিস্তানের নাগরিক হয়েও ভূয়ো নথি নিয়ে কলকাতায় থাকত। এসটিএফ সূত্রে খবর, ভারতীয় সেনা, নৌসেনা ও রেল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে আইএসআইকে পাঠাত। তার সূত্র ধরেই তপসিয়া এক কলেজ ছাত্র মহম্মদ আজিজকে গ্রেফতার করেছে।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনার কাজ শুরু, চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ আগস্টঃ জনগণনা প্রক্রিয়ায় রাজ্যের যেসব পরিবার স্ব-গণনা পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য জমা দিতে পারেনি গণনাকারীরা তাদের বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা কার্য নির্দেশালয়ের অধিকর্তা নিখিল পবন কল্যান জানিয়েছেন, রাজ্যে পয়লা আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ডিজিটাল স্ব-গণনা ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য প্রদানের সুবিধা চালু করা হয়েছিল। এরপর গতকাল থেকে শুরু হয়ে আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত গণনাকারীরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। এই প্রশিক্ষিত গণনাকারীরা প্রতিটি বাড়িতেই তথ্য সংগ্রহ করতে যাবেন। যেসব পরিবারের স্ব-গণনার মাধ্যমে তথ্য জমা দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে, তাদের শুধুমাত্র একটি প্রমাণ পত্র দিতে হবে। অন্যদিকে যাদের তথ্য জমা দিতে পারেনি, তাদের সেনসাস ২০২৭-এইচএলও অ্যাপ ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। শ্রী কল্যাণ আরো জানান, স্ব-গণনা পোর্টালে রাজ্যে প্রায় ৫৬ লক্ষ পরিবারের তথ্য জমা দিয়েছে। এর মধ্যে ৪৯ লক্ষ পরিবারের তথ্য সফলভাবে নথিভুক্ত হয়েছে, যা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী কল্যাণ আরও জানান, গণনাকারীরা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কোন বাড়ির সদস্যরা অনুপস্থিত থাকলে, গণনাকারী একটি বিশেষ স্টিকার বাড়িতে আটকে দিয়ে আসবে। স্টিকারে তার ফোন নম্বর থাকবে এবং ওই নম্বরে গণনাকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা কার্য নির্দেশালয়ের টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরে রেকর্ড যোগাযোগ করতে পারবে। এই নম্বর হলো ১৮৫৫৫।

‘১০-এ ৯ না পেলে মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব’

রাজ্যে বিজেপি সরকারের ১০০ দিনে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৭ আগস্টঃ নতুন রাজ্য সরকারের ১০০ দিন পূর্তিতে জঙ্গলমহলবাগীকে বড় উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার পুরুলিয়ার মানবাজারে জাপানের সংস্থা ‘জাইকা’-র আর্থিক সহযোগিতায় ১২৯৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। ৮৮৯.০৬ কোটি টাকার জাপানি অনুদানে গড়ে ওঠা এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার ৫টি ডেভেলপমেন্ট ব্লক (বরাবাজার, মানবাজার ১, পুরুলিয়া ১, পুখুরা, আরঘা) এবং পুরুলিয়া পুরসভার মোট ৮৭,২৭১টি পরিবারের ৮ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষ দৈনিক জনপ্রতি ৭০ লিটার পরিশোধিত পানীয় জল পাবেন। মনসা পুজো উপলক্ষে মঙ্গলবার পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় সরকারি ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে ৬৯,০০০ কোটি টাকার নতুন চুক্তির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত ১০০ দিনে তাঁর সরকারের নানা সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের



হয়েছে। স্বাস্থ্যের অধিকারে রাজ্যজুড়ে সূচিত হয়েছে ‘আয়ুমান ভারত’ ও ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা’, যা দেড় কোটির বেশি পরিবারকে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুরক্ষা দেবে। পাশাপাশি প্রাথমিক স্কুলের মিড-ডে মিলের বরাদ্দ ১০ টাকা

চালু হচ্ছে, যেখানে শ্রমিকেরা বছরে ৩৪,৫০০ টাকা পাবেন। জঙ্গলমহলের যুবকদের জন্য রঘুনাতথপুরে ৪,০০০ কোটি টাকার ‘অমিত মেটালিক্স’ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, এখানে স্থানীয় ১০ হাজার অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। এ ছাড়া কুড়মি বোর্ডের জন্য বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং কুড়মালি ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির প্রতিশ্রুতির কথাও মনে করিয়ে দেন। তোলাবাজি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ২০২৭ সালের ৯ মে সরকারের এক বছর পূর্তিতে তিনি নিজে জনসমক্ষে তাঁর পারফরম্যান্সের রিপোর্ট কার্ড পেশ করবেন। জানান, ‘‘আমি যদি ১০-এর মধ্যে ৯ না পাই, তাহলে মানুষের কাছে আমি ক্ষমা স্বীকার করে নেব। মেনে নেব যে না, আমি পারলাম না। কিন্তু আমি জানি আগ্রাহী বলবেন যে না, আমি ভুল লোককে চিক করিনি, সঠিক দলকে, সঠিক লোককে চিক করেছি। সময় দিন, কেন্দ্র রাজ্য একসঙ্গে মিলে আপনাদের কল্যাণের কাজ করব।’’

তারাপীঠের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ৮ পুণ্যার্থীর মৃত্যু! গাফিলতির অভিযোগে গ্রেফতার মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাপীঠ, ১৭ আগস্টঃ শ্রাবণের শেষ সোমবারে তারাপীঠে পুজো দিতে গিয়ে ‘বিশ্বেশ্বরী’ নামের একটি পাঁচতলা হোটেলের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত আট জন পুণ্যার্থী। মর্মান্তিক এই ঘটনার পরই গাফিলতি ও সুরক্ষাবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল হোটেলের মালিক কল্যাণ পালকে। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ ওই পাঁচতলা হোটেলের আগুন লাগে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শট সার্কিট থেকেই আগুনের উৎপত্তি। মুহূর্তে তা একতলা ও দোতলার ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা বিল্ডিং। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ও দমকলকর্মীরা মোট ২২ জনকে



উদ্ধার করে রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে যান, যাদের মধ্যে ৯ জন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। এ পর্যন্ত দুই শিশু, এক নারী এবং পাঁচ পুরুষ-সহ মোট আট জন পুণ্যার্থীর

মৃত্যুর খবর মিলেছে। তাঁরা প্রত্যেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে তারাপীঠে পুজো দিতে এসেছিলেন। বর্তমানে রামপুরহাট হাসপাতালে দুই জন চিকিৎসাধীন

রয়েছেন, বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধার পাওয়া আবাসিকদের একাংশের গুরুতর অভিযোগ, ●এরপর ৬ পাতায়...

‘আইএসআই মদতপুষ্ট শাহজাদ ভাটি নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়েছে’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্টঃ স্বাধীনতা দিবসের আগে বড়সড় অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের শাহজাদ ভাটি গ্যাংয়ের নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করেছে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। সোমবার এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ১৪টি রাজ্যে অভিযান চালিয়ে এই নেটওয়ার্কের ২০০-রও বেশি সদস্যকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে আইইডি, পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির চিহ্নযুক্ত গ্রেনেড, পিস্তল, কার্তুজ এবং গুল্লুরবর্জ্য কাজে ব্যবহৃত সিসিটিভি ক্যামেরা উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিন



এজ হ্যান্ডলে অমিত শাহ লেখেন, ‘স্বাধীনতা দিবসের আগে মোদি সরকার আইএসআই-এর মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন শাহজাদ ভাটি নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করেছে। এবং ২০০-রও

বেশি সদস্যকে গ্রেফতার করে তাদের নাশকতামূলক হামলার পরিকল্পনা বানাচল করেছে।’ তিনি আরও লেখেন, ‘ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ১৪টি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এই নেটওয়ার্ককে ছিন্নমূল করেছে। স্বরাষ্ট্রসংস্থার বিরুদ্ধে ভারতের জিরো-টলারেন্স নীতির এটি একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।’ অমিত শাহ আরও জানান, আইএসআই-র কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত এই সংগঠনের কাছ থেকে আইইডি, পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির চিহ্নযুক্ত গ্রেনেড, পিস্তল, জীবন্ত কার্তুজ এবং ●এরপর ৬ পাতায়...

নীতিন নবীনের নতুন টিমে বাংলা থেকে জায়গা পেলেন মনোজ, মধুছন্দা, বড় পদে বসুন্ধরা, স্মৃতি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্টঃ একদিকে সংগঠনে অভিজ্ঞ মুখ, অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের নেতাদের জায়গা করে দিয়ে বিজেপির জাতীয় স্তরে বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল হল। সোমবার দলের জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন তাঁর নতুন টিম ঘোষণা করলেন। আর সেই তালিকাতেই সবচেয়ে বড় চমক প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনা। দীর্ঘ বিরতির পর ফের বিজেপির কেন্দ্রীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ফিরলেন তিনি। তাঁকে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। এখনই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে স্মৃতি ইরানিকে রাজ্যভাষাতেও ফেরাবে বিজেপি। একই সঙ্গে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে জাতীয় সহ-সভাপতির পদে হাল রাখলেন। বিজেপির নতুন সাংগঠনিক কাঠামোয় মহিলা প্রতিনিধিত্বও বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। ১৩ জন জাতীয় সহ-সভাপতির মধ্যে ছ’জনই মহিলা। পাশাপাশি জাতীয় সম্পাদক পদেও চার জন মহিলা রয়েছেন। একজন মহিলা জাতীয় সাধারণ সম্পাদকও রয়েছেন। নতুন টিমে শুধু মহিলা প্রতিনিধিত্বই নয়, আঞ্চলিক ভারসাম্যের

দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেও একাধিক নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, কেরল এবং উত্তর-পূর্বের নেতাদের জাতীয় সংগঠনে

পদে তাঁকে নিয়ে এলেন নীতিন নবীন। বিজেপির মহিলা মোর্চার জাতীয় সভাপতি থেকে শুরু করে জাতীয় সম্পাদক ও জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য-দলের সাংগঠনিক স্তরে স্মৃতি ইরানির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে

তাঁকে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক করার সিদ্ধান্তকে সংগঠনে তাঁর অভিজ্ঞতাকে ফের প্রত্যাবর্তনই নতুন টিমের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অমেতিতে কংগ্রেসের কিশোরী লাল শর্মা কাছ পরাজয়ের পর তাঁকে আর কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে দেখা যায়নি। এবার সরাসরি বিজেপির জাতীয় সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

দোশি এবং মহারাষ্ট্রের ডা. ভারতী প্রবীণ পাওয়ার। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধুছন্দা করও জাতীয় সহ-সভাপতি হয়েছেন। পুরুষদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নামগুলির মধ্যে রয়েছেন উত্তরাঞ্চলের তীরথ সিং রাওয়াত, দিল্লির রাম মাধব, ওড়িশার বৈজয়ন্ত পাণ্ডা এবং পঞ্জাবের সর্বদার মনপ্রীত সিং বাদলা। উত্তরবঙ্গের সংসদ মনোজ টিগা হলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি। উত্তরপ্রদেশের তারিক মনসুর, মধ্যপ্রদেশের লাল সিং আর্থ এবং কर्नाটকের এম নাগরাজও জাতীয় সহ-সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্যও রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা। মধুছন্দা করকে জাতীয় সহ-সভাপতি করা হয়েছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসা বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তারের প্রেক্ষাপটে রাজ্যের এক নেতাকে দলের কেন্দ্রীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু বাংলা নয়, কেরল, ওড়িশা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নেতাদেরও নতুন টিমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে আগামী দিনে যেসব রাজ্যে বিজেপি সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে ●এরপর ৬ পাতায়...

‘দাবি ন্যায্য, পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করুন’

পড়ুয়াদের আন্দোলন নিয়ে হেমন্ত সোরেনকে চিঠি রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্টঃ সোমবার ২৪ দিনে পড়ল ঝাড়খণ্ডের পড়ুয়াদের আন্দোলন। তারপরেও সেরাজের জেটি সরকার

হেমন্ত সোরেনকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। পড়ুয়াদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধানেরও



কোনও সর্দক্ষ পদক্ষেপ করছেন না বলে অভিযোগ। ফলে আন্দোলনের বাঁধ আরও বাড়ছে। রাহুল গান্ধি, হেমন্ত সোরেনের কুশপুতলিকা পুড়িয়ে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন তাঁরা। এখনও ছয়জন পড়ুয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী

আর্জি জানিয়েছেন তিনি। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রাহুল গান্ধি লেখেন, ‘আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে দেখা করা উচিত। প্রয়োজনে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে।’ রাহুল গান্ধির মতে, এই ঠেঁক হলে পড়ুয়াদের বাকি দাবিগুলি সমাধানের

●এরপর ৬ পাতায়...

শহর ও শহরতলী

চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ, ধুকুমার কাণ্ড আরামবাগের বেসরকারি নার্সিংহোমে



বনস্পতি দে, আরামবাগ, ১৭ স্তগস্ট : ভাঙচুর চালানো হলো নার্সিংহোমে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।চিকিসার গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধুকুমার কাণ্ড আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। জানা গিয়েছে, ন’দিন আগে আরামবাগের আড়াশি ২ পঞ্চায়েতের পুরা এলাকার এক কিশোরী প্রিয়াক্ষা পণ্ডিত কীটনাশক খেয়ে আরামবাগের বসন্তপুর এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। অভিযোগ, ভর্তির কয়েকদিন পর থেকে আর ঠিক ভাবে চিকিসা হয়নি। তার ফলেই রোগীরা অবনতি হতে শুরু করে। রবিবার সকাল থেকে রোগীর আত্মীয়রা দেখা করতে চাইলেও, দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বিভিন্ন সময়ে আলাদা করে তাদের রোগীর পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হয়। তার জেরেই বিস্রান্ত হয়ে পানো রোগীর পরিজনরা। তার পরেই উত্তেজিত হয়ে প্রথমে স্কোভে ফেটে পড়েন তারা। পরে নার্সিংহোমের সামনে ভাঙচুর শুরু করে দেন। ভাঙচুর চলে। তবে এ বিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও, কোনও উত্তর মেলেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে আরামবাগ থানার পুলিশ। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন আধিকারিকরা। রোগীর দাদু কাজল পণ্ডিত বলেন, ‘কেন এত লুকাচুটি? এত দিন হয়ে গেল। কোনও চিকিৎসা করা হয়নি। আমরা ওই চিকিৎসকদের শাস্তি চাই।’ রোগী তথা ওই ছাত্রীর মা পাখি পণ্ডিত বলেন, ‘কোনও স্পষ্ট কথা নেই। আমাদের কিছু বুঝতেই দেওয়া হলো না। আমরা চিকিৎসকদের শাস্তি চাই। আমার মেয়েকে সুস্থ করে দিক ওরা। আর কিছু চাই না। অনেক টাকা নিল। সর্বশ্ব দিয়েও মেয়েকে এখান থেকে সুস্থ বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।’

বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার এক জয়নগরে

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশ টিম রবিবার রাতে জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মিত্রগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে বেআইনি ভাবে দেশী মদ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসো।ধ্বতের নাম রেজাউল করিম সিপাই (৩৯),বাড়ি জয়নগর থানার ওওর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি এলাকায়। ধৃতকে বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

হাওড়ার রামরাজাতলার রাম ঠাকুরের নিরঞ্জন পর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৭ আগস্ট : হাওড়ার রামরাজাতলার ঐতিহ্যবাহী রাম ঠাকুরের নিরঞ্জন পর্ব নির্বিঘ্নেই, কড়া নিরাপত্তায় অগণিত মানুষের উপস্থিতিতে হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। বাংলা মাসের শ্রাবণের শেষ রবিবার হাওড়ার প্রায় সাড়ে ৬৫০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রীরাাম ঠাকুরের নিরঞ্জন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চিরাচরিত প্রথা মেনে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার রামের বিসর্জনের আয়োজন করা হয় হাওড়া রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। রামানব্দী থেকে এই পূজো চলে চার মাস ধরে। রাম পূজাকে কেন্দ্র করে বহু ভক্তদের আনানো লেগেই থাকে এই চার মাস। বিশাল মেলাও বসে রামরাজাতলায়। বৃত্তিকে উপলক্ষ করেই পূর্বকালে রামের বিসর্জন দেখতে বহু ভক্তের এনিম সমাগম ঘটে। হাওড়া সিটি পুলিশে পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

নারীর স্জনশীলতা – পঞ্চম আগমনী প্রদর্শনীর সফল আয়োজন



নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ আগস্ট : রাজপুরের সাউথ উত্তরসে ১৫ ও ১৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে AGOMONI 5.0- Women in Creativity নামে দু’দিনব্যাপী ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল প্রদর্শনীর সফল আয়োজন করা হয়।এই অনন্য প্রদর্শনীতে সাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা তাদের স্জনশীলতা, প্রতিভা ও উদ্যোগী মনোভাবকে তুলে ধরেন। তারা তাদের তৈরি ও নির্বাচিত বিভিন্ন আকর্ষণীয় পণ্য বিক্রির জন্য প্রদর্শন করেন। প্রদর্শনীর আয়োজক ছিলেন তনুজা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিবিহউম্যান রাইচিউসের জাতীয় মহিলা সম্পাদক এবং ভরসে অফ মিডিয়ার রাজ্য সম্পাদক রণিতা ঘোষাল বলেন মহিলাদের প্রতিভা, স্জনশীলতা এবং স্বাধীন চিন্তাবনাকে সমাজে আরও বেশি উৎসাহ ও সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। তিনি মহিলাদের এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান নারী ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রদর্শনীতে মহিলা ও পুরুষদের পোশাক, শিশুদের পোশাক, শাড়ি, বিভিন্ন ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল সামগ্রী, আকর্ষণীয় হোম ডেকরেশন নানি ধরনের পণ্য প্রদর্শিত হয়। দর্শনাধীাদের জন্য বিশেষ উপহার এবং লাকি ড্র-এও আয়োজন করা হয়েছিল। ফলে পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল উৎসবমুখর ও আনন্দময় পরিবেশ। আগমনী পঞ্চম মহিলাদের প্রতিভা, স্জনশীলতা ও আত্মনির্ভরতার প্রকাশের জন্য একটি শক্তিশালী মঞ্চ তৈরি করে একটি সফল, অনুপ্রেরণামূলক ও স্মরণীয় প্রদর্শনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

স্বাধীনতার জন্য ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা



নিজস্ব সংবাদদাতা,বেলঘাটিয়া, ১৭ আগস্ট : স্বাধীনতার জন্য ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ভারত বর্ষের ৮০ তম স্বাধীনতা দিস উপলক্ষে উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বসে আঁকা প্রতিযোগিতা। স্লেছারিয়া জাতীয়তা যুবক বৃন্দের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বসে আঁকা প্রতিযোগিতায় তিন বিভাগীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিষয় ছিল পরিবেশ,স্বাধীনতা ও যেমন খুশি আঁকো।এই উপলক্ষে এদিন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সৌম্য বিশ্বাস,সম্পাদক বিপ্লব রায় চৌধুরী সহ বহু বিশিষ্টজন সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন, এছাড়াও ছিল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং নাচ ও গান অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল থেকে ভারী বৃষ্টিতে হাওড়াতেও কয়েকটি ওয়ার্ডের নিচু এলাকা জলমগ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৭ আগস্ট :সোমবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টিতে হাওড়াতেও কয়েকটি ওয়ার্ডের নিচু এলাকা জলমগ্ন, সালকিয়া বাবুড়াঙায় পুরনো বহুতল বাড়ির একাংশ ভেঙে দুর্ঘটনা। আটকে পড়া বৃদ্ধকে উদ্ধার করলো দমকল। সোমবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টিতে হাওড়াতেও বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়। এর পাশাপাশি এদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই সালকিয়া বাবুড়াঙায় পুরনো একটি বহুতল বাড়ির একাংশ ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটে। সোতলায় আটকে পড়া এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করেন দমকলের কর্মীরা।

মূলত সক্রিয় গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে এদিন সকাল থেকে টানা ভারী বর্ষণে হাওড়া শহরের বিভিন্ন নিচু এলাকা ও রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যানজট ও জল জমার কারণে সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, হাওড়া সহ সাত জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। এদিন সকাল থেকেই দফায় দফায় অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে হাওড়ায়। লিলুয়ায় সকাল থেকে টানা বৃষ্টির জেরে দাসপাড়া অটোস্ট্যান্ড ও ঝিল রোড জলমগ্ন হয়েছে। রাস্তায় বৃষ্টির জল জমে যাওয়ায় পাশাপাশি রাস্তার বেহাল দশার কারণে চরম সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। জলমগ্ন রাস্তায় তৈরি হয়েছে গর্ত। অনেক গাড়ি মাঝ রাস্তাতেই বিকল হয়ে

টাকা ফেরতের দাবিতে তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিক্ষোভ, ‘ডিম থেরাপি’-চাঞ্চল্য জয়নগর মজিলপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৭ স্তগস্ট : রাজনৈতিক পালা বদলের পর জয়নগর মজিলপুরে এক তৃণমূল যুব নেতার বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো। রবিবার রাতে টাকা ফেরতের দাবিতে ওই নেতার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান এলাকার একদল বাসিন্দা। বিক্ষোভ লোকালীন তৃণমূল নেতার উপর ‘ডিম থেরাপি’ দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। দণ্ডেগার থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।অভিযোগ, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মিত্রপাড়ার বাসিন্দা সুনীল মণ্ডলের জয়নগর ব্যানার্জি পাড়া মূলদিয়া মোড়ে একটি হোটেল সরকার ২০২৪ সালে পুরনো বিল্ডিং ভেঙে নতুন করে দোতলা ভবন তৈরির কাজ শুরু করেন তিনি। সুনীলবাবুর দাি,পৌরসভার নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় চার্জ দেওয়ার পরেও জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতা এবং তৎকালীন জয়নগর

ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসের সভাপতি স্মরণজি চ্যাটার্জি (পার্কার) তার নির্মাণকাজে বাধা সৃষ্টি করেন। সুনীল মণ্ডলের অভিযোগ, বিল্ডিং তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে তার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল। টাকা না দিলে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয় বলে তার দাবি। পরে একাধিকবার অনুরোধের পর ১৫ হাজার টাকার বিষয়টির ‘মিটমাট’ হয়। অভিযোগ, ওই টাকা দেওয়ার প্রায় এক মাস পর তাকে ঢালাইয়ের কাজ করতে দেওয়া হয়। তারে সেই সময় শ্রাস্ত দলের নেতার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাননি বলে দাবি সুনীল মণ্ডলের। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর তিনি একাধিক বার ওই ১৫ হাজার টাকাসেরত চাইলেও টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি।এরপর রবিবার রাতে এলাকার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে স্মরণজি চ্যাটার্জির পৌরসভার দু নং ওয়ার্ডের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান সুনীল

মণ্ডল। বিক্ষোভের মধ্যেই নেতার উপর কয়েকটি ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত স্মরণজি চ্যাটার্জি সুনীল মণ্ডলের কাছ থেকে নেওয়া ১৫ হাজার টাকা ফেরত দেন বলে দাবি বিক্ষোভকারী দের। পাশাপাশি, অন্যদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা থাকলে সেগুলিও ফেরত দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন বলে বিক্ষোভকারীদের দাবি।যদি ও গোটা ঘটনা নিয়ে সবদা মাধ্যমে তদন্ত করা হয় তবে সেই সময় শ্রাস্ত দলের নেতার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাননি বলে দাবি সুনীল মণ্ডলের। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর তিনি একাধিক বার ওই ১৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়ে ছিল। সরকার টাকার পরিবর্তনের পর তিনি একাধিক বার ওই ১৫ হাজার টাকার দাবীতে আমার টাকা ফেরত পেতাম না। তাদের ধন্যবাদ। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

পূর্ব রেলের সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে জরদারি সচেতনতা অভিযানের সূচনা

কলকাতা, ১৭ আগস্টঃ পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ১৭ আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) আনুষ্ঠানিকভাবে Vigilance Awareness Campaign– 2026- এর সূচনা করা হলো। আগামী ১৬ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী এই সচেতনতা অভিযান পরিচালিত হবে। এ বছরের কেন্দ্রীয় মূল ভাবনা হলো সমৃদ্ধির জন্য সততা (Probity for Prosperity), যা সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার গুরুত্বকে তুলে ধরে। পূর্ব রেলের সদর দফতরে এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। সেখানে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে সমগ্র নেতওয়ার্জ জুড়ে এই প্রচারণা অভিযানের সূচনা করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততার শপথ পাঠ করেন। এই শপথ গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো সমস্ত রেল কর্মীদের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা এবং

দায়িত্বশীলতার উচ্চতম মান বজায় রাখার যৌথ অঙ্গীকারকে পুনরায়



নিশ্চিত করা। পূর্ব রেলের সিনিয়র চেপটিং জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিলেন্স অফিসার শ্রী দীপক নিগমের নির্দেশনায় এবং নেতৃত্বে ভিজিলেন্স বিভাগ গোটা অভিযান জুড়ে বিভিন্ন প্রতিরোধকূলক পদক্ষেপ, ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির

আয়োজন করবে। এই তিন মাসব্যাপী অভিযানে পূর্ব রেল নৈতিক

কলকাতা বিমানবন্দরে ফের কোটি টাকার সোনা উদ্ধার, ব্যাংকক ফেরত দুই যাত্রী আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৭ আগস্ট : কলকাতা বিমানবন্দরে ফের বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ব্যাংকক থেকে কলকাতাগামী বিমানে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৯০০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় দুই যাত্রীকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সোনা পাচারের সম্ভাব্য উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করছে এনএসসিবিআই থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ব্যাংকক থেকে কলকাতায় আসা একটি বিমানের দুই যাত্রীকে নিয়ে আগে থেকেই গোপন সূত্রে তথ্য ছিল তদন্তকারীদের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে কলকাতা বিমানব্দরে তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখা শুরু হয়। বিমানব্দরে নামার পর সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জেরার সময় তাদের কাছে সোনা থাকার বিষয়টি সামনে আসে বলে পুলিশ সূত্রে

দাবি। এরপর তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে প্রায় ৯০০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, উদ্ধার হওয়া সোনার মান ২৪ ক্যারেট। বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ সোনা কী উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনার পিছনে কোনও আন্তঃরাষ্ট্র সোনা পাচার চক্রের যোগ থাকতে পারে। ব্যাংকক থেকে সোনা কলকাতায় আনার পর তা কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কার হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল এবং এর পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই সমস্ত প্রশ্নেরে রপ্তা কর্তৃপক্ষের তদন্তকারীরা। আটক দুই যাত্রীর সঙ্গে কারা যোগাযোগ করেছিল, তাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং সোনা পরিবহনের জন্য কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চলতি মাসে কলকাতা

বিমানবন্দর থেকে সোনা উদ্ধারের এটি দ্বিতীয় বড় ঘটনা। গত ৬ অগস্টও বিমানবন্দর চত্বর থেকে এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের সোনা, রূপো, চুনি এবং পাল্লা উদ্ধার করা হয়েছিল। ডোমেস্টিক কাগের মাধ্যমে ওই বিপুল পরিমাণ গয়না কলকাতায় আনা হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই ঘটনায় রাজস্থানের এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল এনএসসিবিআই থানার পুলিশ। সেই ঘটনার মাত্র ১১ দিনের মধ্যেই ফের কলকাতা বিমানবন্দর থেকে কোটি টাকার সোনা উদ্ধারের ঘটনায় বিমানবঃ দরের নিরাপত্তা ও পাচারচক্রের কার্যকলাপ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, আন্তর্জাতিক রট ব্যবহার করে সোনা পাচারের কোনও সংগঠিত চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বর্তমানে আটক দুই যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা চক্রের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জয়নগরে বিজেপি যুব মোর্চার প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগরঃ জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগের প্রতিবাদে সোমবার বিকালে জয়নগর পৌরস্বহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করলো ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চা। জয়নগর যুব মোর্চার তিন নং মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিজেপির বহু কর্মী-সমর্থক অংশ নেন।এদিন বিকালে জয়নগর থানার মোড় থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। এরপর মিছিলটি রথতলা, স্টেশন মো। কাঁসারি পাড়া, মুখার্জি পাড়া হয়ে মিত্রপাড়া এলাকা পরিক্রমা করে ফের জয়নগর থানার মোড়ে এসে শেষ হয়। মিছিল থেকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা রক্ষার দাবি জানিয়ে স্লোগান

দেন বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপির অভিযোগ, কংগ্রেসের তরফে জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিনের এই কর্মসূচি বলে দলীয় নেতৃত্বের দাবি। মিছিলকে কেন্দ্র করে জয়নগর পৌর শহরে নৈতিক উত্তাপও লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, বিজেপি যুব মোর্চার ১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে দক্ষিণ বারাশত মগরাহাট মোড়েও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানেও জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগের প্রতিবাদ জানানো হয়। সমাবেশে বিজেপির বহু কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

চুরি যাওয়া সোনার গহনা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ১৭ স্তগস্ট : আরারও পুলিশের সাহায্যে জয়নগরে। চুরির দেড় মাসের মধ্যে চুরি যাওয়া সোনার গহনা উদ্ধার করল জয়নগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় কুলতলি থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,গত ২৮শে জুন জয়নগর থানার বহুদু মল্লভতপুর গ্রামের বাসিন্দা সুধুনা পূর্বকাছিত তারাপাটী থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন, ঘরের দরজা ভাঙা। ঘরের ভিতরে থাকা জিনিসপত্রের পাশাপাশি সোনার গহনাও চুরি হয়ে গিয়েছে। এরপরই তিনি জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন জয়নগর থানার এসআই শান্তনু ব্যাধ ও এসআই বিশ্বজিৎ সরকার। তদন্তে নেনে পুলিশ সার্চের মাধ্যমে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে।এরপর গত ১২ ই আগস্ট কুলতলি এলাকা থেকে রহমানতুল্লা মিস্ত্রি, রহমান মিস্ত্রি ও সারিকুল মোল্লা ওরফে য়োশীকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের বাড়ি কুলতলি থানায় সাত নম্বর মেরিগঞ্জ এলাকায় থাকা সোনার গহনার মধ্যে রয়েছে দু’জোড়া দুল, এক জোা হাতের চুড়ি এবং একটি মাটির পুরনোয় রূির বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানায়, চুরি করা সোনার গহনাগুলি দক্ষিণ বারাসত রহমানতুল্লার কাছ থেকে বিক্রি করা হয়েছিল। এরপর ধৃতদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে চুরি যাওয়া সোনার গহনাগুলি উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার

অরো ইম্পেম্ব অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড CIN:L51909WB1994PLC061514
রেজি. অফিসঃ ৬২,সে. এল. সাধারণ সার্ভি ৭৫০৫,রক-পি, নিউ অরুণিম্পুর, কলকাতা - ৭০০০৫৮ ইমেইলঃ cs@aurorimpex.com, ওয়েবসাইট : www.aurorimpex.com
ভিডিও কনফারেন্সিংঅন্যান্য ভিডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিতবা ৩৩তম দারিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ‘অরো ইম্পেম্ব অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড’-এর ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার দুপুর ১১.০০টায় (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং বা অনলাইন ভিডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে (VCOAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৬ এবং এর অধীনে বিধিগত বিধানাদা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিএসই অরুগিপেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দিষ্টিত অ্যাক্টের অধীনে (‘MCA’) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশাবলি মেনে এই সভাটি আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে সভার বিস্তারিত উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে।এক্সএন-এর SEBI-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের শার্ট টার্ম বা দ্রুতত প্রতিক্রিয়া প্রদানের অঙ্গীকৃততা শিথিল করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, সেবেব শেয়ারহোল্ডারের ই-ইন্টেল টিকানা কোম্পানি রেজিস্ট্রার অ্যাড ট্রান্সফার এক্টে (RTA) ডিসপোজিটরি প্যাটিসিপেন্ট (DP)-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে, তাদের কাছে ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে সভার বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো হবে।
যেদের সদস্যের ই-ইন্টেল টিকানা কোম্পানি রেজিস্ট্রার অ্যাড ট্রান্সফার এক্টে (RTA) ডিসপোজিটরি প্যাটিসিপেন্ট (DP)-এর কাছে নথিভুক্ত নেই, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হবে যার মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার সঠিক ওয়েব-লিঙ্ক বা পথ (path) উল্লেখ থাকবে। সভার বিজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি (Explanatory Statement) এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.aurorimpex.com), NSE ইন্ডিয়া লিমিটেডে ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিসপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com)-এ আপলোড করা হবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VCOAVM ব্যবহার মাধ্যমেই এই সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অত্যা যোগাধারের বিধিবিতি নির্দেশাবলি এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
নির্ধারিত সময়সীমা
সেই অনুযায়ী, ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের যোগ্য সদস্যগণকে নির্ধারনের জন্য নির্ধারিত তারিখটি হলো শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
ই-ইন্টেল টিকানা নিবন্ধন ও হালনাগাদঃ
যেদের শেয়ারহোল্ডার ডিসক্লোজারসিইজবই (ইলেকট্রনিক) পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণ করছেন এবং এখনও সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়া, বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডারের রিমেট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট নেননি, তাদের জন্যও ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.aurorimpex.com-এ পাওয়া যাবে।
অরো ইম্পেম্ব অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে ও হয়ে
আমর -/মুঃ গুপ্তা
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৬

ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড
রেজিঃ অফিসঃ রাজকমল ভবন, ১৮৮ বারাহাটী এভিনিউ, ১৮ তলা, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
ইমেইলঃ mers.ltd@gmail.com; ওয়েবসাইটঃ www.mersl.co.in CIN: L74910WB1994PLC064833
ভিডিও কনফারেন্সিং (ডিসি) অন্যান্য ভিডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএডিএম) এ-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতবা ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ‘ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড’ (‘কোম্পানি’)-এর সদস্যদের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এক্সএম) আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার দুপুর ১২.৩০-এ ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য ভিডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রদীত বিধানাদা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিএসই অরুগিপেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দিষ্টিত অ্যাক্টের অধীনে (‘MCA’) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-র জারিকৃত প্রযোজ্য সলগ্ন নির্দেশিকা বা সার্কুলার মেনে আয়োজন করা হচ্ছে, যাতে এক্সএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অ্যাক্টে বিষয়বস্তু বা বার্ষিকি সম্পন্ন করা যায়। সদস্যদের জন্য ডিসিওএডিএম (VCOAVM)-এর মাধ্যমে এক্সএম-এ অংশগ্রহণ অথবা এনএক্সডিএল (NSDL) ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে সভার সরাসরি সম্প্রচার (লাইভ ওয়েবকাস্ট) দেখার সুবিধা থাকবে।
১। বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) এর মোটামুড় ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ
MCA এবং SEBI-র নির্দেশিকা মেনে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণে সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাদের ই-ইন্টেল টিকানা কোম্পানি রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এক্টে অথবা ডিসপোজিটরি-র কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, AGM-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.mersl.co.in), স্টক এক্সচেঞ্জ অথবা BSE LIMITED-এর ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এ পাওয়া যাবে।
২। ই-ইন্টেল টিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ
যেদের সদস্য এখনও তাদের ই-ইন্টেল টিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের অনুমোদন করা হচ্ছে তা নথিভুক্ত করার জন্য। ইলেকট্রনিক বা ডিমোট (demat) অকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে সফট্বে ‘ডিসপোজিটরি প্যাটিসিপেন্ট’-এর মাধ্যমে ‘ডিসপোজিটরি’-র কাছে এবং ‘ফিজিক্যাল’ (কাগজের) অকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির কাছে বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য-যেমন সোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্মান করা কপি (সোনেনে ও গ্রহনের অংশ), পাল্প (পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে প্যান কার্ডের ৭-সংখ্যকিত স্মান কার্) এবং আবার (টিকনার প্রমাণ হিসেবে আবার কার্ডের ৭-প্রত্যয়িত স্মান কার্)-এই লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। এই তথ্যগুলি ‘MCS Share Transfer Agent Limited’-এর mcsstaredfi@mail.com ই-ইন্টেল টিকানা অথবা কোম্পানির মের্স.ltd@gmail.com ই-ইন্টেল টিকানা পাঠাতে হবে।
৩। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতিঃ
বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সলগ্ন প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের লক্ষ্যে সদস্যদের জন্য ‘রিমেট ই-ভোটিং’ (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানিটি NSDL-এর সাথে যুক্ত করেছে। এছাড়া, যেদের সদস্য রিমেট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাদের জন্য কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভা লোকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধাও প্রদান করেছে। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে ই-ইন্টেল টিকানা সলগ্নভাবে নিবন্ধনের পর, ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় গণ-এন তথ্য (credentials) সদস্যদের ই-ইন্টেলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। যেদের সদস্য ই-ইন্টেল পাননি অথবা তাদের ই-ইন্টেল টিকানা কোম্পানি রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এক্টে বা ডিসপোজিটরি কাছে নথিভুক্ত না, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির ‘নোটস’ বা নির্দেশাবলিতে প্রদত্ত নিম্ন অঙ্গুদকরণ করা গণ-এন তথ্য তৈরি করে দিতে পারেন।
সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশনাবলী-বিশেষ করে সভায় অংশগ্রহণের নিয়মাবলী এবং রিমেট ই-ভোটিং ও সভার লোকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি-মোদোপ সনকরে পড়ার জন্য।
ম্যাথিউ ইসো রিসার্চ সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
আমর-রাজশ্রী মূহুরা
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৮.০৮.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১ ডাঙ্গ, ১৪৩৩

অরুণা আসফ আলি

অরুণা আসফ আলী (১৬ জুলাই ১৯০৯ – ২৯ জুলাই ১৯৯৬) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন মহান বিপ্লবী (নেত্রী, যিনি ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাক্স ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ১৯৪২ সালের আন্দোলনের নারীকা বা গ্র্যান্ড ওল্ড লেডি হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। তিনি একাধারে একজন নিন্তীক স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ এবং দক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯০৯ সালের ১৬ জুলাই পাঞ্জাবের কালকা (বর্তমান হরিয়ানা) অঞ্চলের এক বাঙালি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। প্রথমে তাঁর নাম ছিল অরুণা গান্ধুরী। তিনি লাহোর এবং নৈনিতালে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতার গোখল মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে তিনি বিখ্যাত আইনজীবী এবং কংগ্রেস নেতা আসফ আলীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরেই তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হন। অরুণা আসফ আলী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার অপরাধে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হন। ১৯৩২ সালে রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে জেলে হওয়া অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি তিব্বার জেলে অনন্য ধর্মঘট গুরু করেন, যা বন্দিদের অবস্থার উন্নতি করতে বাধ্য করে। ৯ আগস্ট ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজি ও নেহেরুসহ সমস্ত শীর্ষ কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এই চরম সংকটে ৩৩ বছর বয়সী অরুণা বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাক্স ময়দানে বীরত্বের সাথে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই ঘটনা পুরো দেশে আন্দোলনের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে (আত্মগোপন) চলে যান। ব্রিটিশ সরকার তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ৫,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। আত্মগোপনে থেকেই তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং রামচন্দ্র মোহরার লোহিয়ার সাথে মিলে ‘ইনকিলাব’ নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সচল রাখেন। ১৯৪৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট তুলে নেওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে আসেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও অরুণা আসফ আলী ঘরে বসে থাকেন। তিনি সমাজসেবা এবং মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার কাজ করে যান। কংগ্রেসের কিছু নীতির সাথে দ্বিমত পোষণ করে তিনি ১৯৪৮ সালে সমাজতান্ত্রিক দলে Socialist Party যোগ দেন এবং পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে (CPI) সন্নিহন হন। ১৯৫৮ সালে তিনি দিল্লির প্রথম নির্বাচিত মেয়র হন। দিল্লির স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা উন্নত করতে তিনি দারুণ কাজ করেন। ভারতে নারীদের অধিকার ও শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৫৪ সালে তিনি ‘নার্মশাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন’ গঠনে বড় ভূমিকা নেন। এছাড়া প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচারের জন্য তিনি ‘লিংক’ (Link) সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং ‘পেট্রিয়ট’ (Patriot) দৈনিক খবরের কাগজ চালু করেন। দেশের প্রতি তাঁর অতুলনীয় ত্যাগের জন্য তিনি একাধিক সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হন। ‘ভারতরত্ন’ পান।

পাবলো পিকাসো

অমর শিল্পী। প্যারিসের একটি রেস্টোরায়া একবার এক সুন্দরী মহিলা এক অ্যানিশ চিত্রশিল্পিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, তুমি কি এক মিনিটে আমার একটা ছবি একে দিতে পারবে? সেই শিল্পী মহিলার ছবি আঁকার জন্য সময় নিয়ে ছিলেন মাত্র ৩০ সেকেন্ড। মহিলা মুগ্ধ হয়ে ছবিত নিতে চাইলেন, শিল্পী ছবটির জন্য বেশ মোটা রকমের টাকা চেয়ে বসলেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ৩০ সেকেন্ডের জন্য এক টাকা চাইছো কেন? শিল্পীর জবাব, ৩০ সেকেন্ডে যে কাজ করছি, তার জন্য আমাকে তিরিশ বছর সাধনা করতে হয়েছে। এটা সেই সাধনার দাম। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মৃত শিশু জন্ম হয়েছে ভেবে ধাত্রী শিশুটিকে একটি টেবিলের উপরে রেখে মায়ের সোরায়ে মন দিয়েছিলেন। এই সময় শিশুটিকে টেবিলের উপরে নিখর হয়ে পড়ে থাকতে দেখে, ছেলটির কাকা তার মুখে থাকা সিগারেটের খোঁয়া শিশুটির মুখে ছাড়া মাত্রই শিশুটি কেঁদে ওঠ। তার মা জানিয়েছেন শিশুটির মুখে প্রথম যে শব্দ বলেছিল তা ছিল পিজ পিজ। পিজ আসলে ওটা ছিল লাপিজ শব্দের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ। লাপিজ শব্দের অর্থ পেনসিল। এই শিল্পীর খ্যাতিতে সবচেয়ে অবাক হয়েছিলেন তাঁর স্কুলের শিক্ষক। কারণ? তিনি তাকে মাত্র ১০ বছর বয়সে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন কারণ, ছেলোট বর্ণমালার কোন অক্ষর মনে রাখতে পারত না। সাততকে বলতো উল্টো নাক। উত্তর পেনের একটি ছোট্ট শহর নাম গোয়েনিকা। স্পেনে তখন গৃহযুদ্ধ চলছে। জার্মান বাহিনী বোমা ফেললো ছোট্ট শহরটিতে। চারিদিকে ধ্বংসের ছবি। নিজের স্টুডিওতে বসে ধ্বংসের সেই ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন শিল্পী। চারিদিকে ধ্বংসচিত্র, মানুষ চিৎকার করছে, এক মা আলো নিয়ে নিজের ছেলোকে খুঁজে চলেছে। কিংবদন্তি ধাঁচ ছবি জুড়ে। ছবি আঁকার আগে ছবির বিভিন্ন এল্গমেশনের নিয়ে প্রায় দু’শোর মত স্কেচ করেছিলেন শিল্পী। সেই ছবিত ছবি শিল্পার অমর সৃষ্টির মধ্যে একটা। নাম গোয়েনিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবার নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন এই গোয়েনিকা যার সৃষ্টি তার নাম কি? ঠিক ধরেছেন শিল্পীর নাম পাবলো পিকাসো। দক্ষিণ ফ্রান্সে থাকার সময় একদিন পিকাসোর বন্ধুরা তার বাড়িতে খেতে এসে দেখালেন, পিকাসোর ঘরে তার নিজের আঁকা কোন ছবি নেই। পিকাসো বলেছিলেন আমি আমার ছবি অনেক পছন্দ করি। কিন্তু পিকাসোর আঁকা ছবির যা দাম, আমার কন্নার ক্ষমতা নেই।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মানব জাতি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মাই তার উ পায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জগৎ তার উপায় তিনি নিষ্কারণ করে দেন। মা সারাদা হচ্ছেন মহাশক্তি। অধর্মের পরা জয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী

বিপ্লবী প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রথম শহিদ

রবীন্দ্রকুমার শীল

দ্বিতীয় পর্ব

প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পিতা ঈশান চক্রবর্তী রংপুরের স্বদেশি ভাণ্ডারের ম্যানেজার। আগে তিনি রংপুর কাছারির পেসকার হিসাবেও কাজ করতেন। সেখান থেকে তিনি বিতারিত হয়েছিলেন বিপ্লবী দলের সম্পর্শে থাকার অপরাধে। “The first important steps to-wards fostering sedition in this district was the



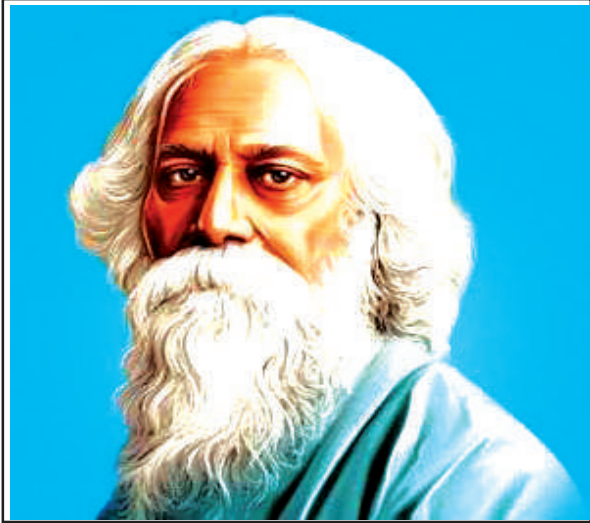
establishment of the Rangpur National School in October 1905. The school was lodged in a well-built pucca house containing eight rooms. The daily attendance was about 300... Prafulla Kumar Chaki of the Bogra district, was a student of this school until the beginning of 1907, when he came to Calcutta and joined the central organisation of the Maniktala conspiracy. He later on took part in the Muzaffarpur murder and committed suicide just be-fore his arrest.... Prafulla Chandra Chakrabarty and his brother, Suresh alias Moni Chakrabarty, sons of Ishan Chakrabarty, were educated in this school. This family is a thoroughly disloyal family one. The fa-ther and both sons were members of the Maniktala conspiracy. Ishan Chakrabarty was the man-ager of the Rangpur Swadeshi Bhandar and was formerly a peshkar of Rangpur Cutchery, but was dismissed from the ap-pointment on the account of his revolutionary activi-ties. Prafulla Chakrabarty was named as an accused

কিন্তু ছেলে প্রফুল্ল চক্রবর্তী যে বারীন ঘোষের বিপ্লবী পাঠশালায় গিয়ে পড়তে শুরু করেছে সে খবর তিনি রং পুরে বসে পাননি। মাঝে মাঝে ছেলেকে টেলিগ্রাম করতেন। জানার চেষ্টা করতেন কেমন তাঁর পড়াশুনা চলছে। হচ্ছেলে প্রফুল্ল চক্রবর্তী বাবাকে জানাতেন। ভালোই লেখা পড়া হচ্ছে। তবে প্রথম দিকে ছেলে প্রফুল্ল পিতা ঈশানিকে লিখেছিলেন যে একটি ভালো থাকার জায়গা পেয়েছেন। সেখান মাস্টার মশাই বারীন ঘোষ তাঁকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ইংরেজি মাস্টার বারীন ঘোষ ভালো জানতেন। ফলে প্রফুল্ল বারীন ঘোষের কাছ ছাড়লেন না। বারীন ঘোষ এই রকম বিপ্লবী ছাত্র চাইছিলেন। গড়ে পিঠে এই সব মেধাবি ছাত্রদের বিপ্লবী ছাত্রতে পরিণত করবে হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বারীন ঘোষ। বারীন ঘোষের মুরারি পুকুর পাঠশালায় সকাল বেলায় গীতা পাঠ, ধ্যান এবং শরীর চর্চা করানো হতো। বিকেলে লাঠি ও ছোরা খেলা। এই খেলা শিখতে যেতে হত ১৭০ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়ির ছাদে। তারপরে ১০৮ নং সার্কুলার রোডে বাড়িতেও লাঠি ও ছোরা খেলা শেখানো হতো। তারপরে সন্ধ্যার সময়ে ক্ষরনিক- বিপ্লব, প্যারিসবন্দি,

স্বাধীনতা সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্তজিৎ দত্ত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা ছিল অনন্য ও বহুমাত্রিক।



তিনি প্রচলিত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন না, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধও করেননি। কিন্তু তাঁর কলম, গান, কবিতা, প্রবন্ধ, বহুভূতা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড মানুষের মনে যে স্বদেশচেতনা, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল, তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর কাছে স্বাধীনতা শুধু বিদেশি শাসনের হাত থেকে রাজনৈতিক মুক্তি নয়; স্বাধীনতা ছিল মানুষের চিন্তা, বিবেক, শিক্ষা, আত্মসম্মান ও সৃষ্টিশীলতার মুক্তি। এই বৃহত্তর অর্থেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অবদান কে মূল্যায়ন করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় দেশ ও সমাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, একটি জাতিকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন করতে হলে

তার মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর সাহিত্যকর্মে তাই দেশপ্রেম কখনও কেবল আবেগের প্রকাশ হয়ে থাকেনি; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক সংস্কার, শিক্ষার

১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একে অপরের হাতে রাখি নিয়ে একবার বার্তা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাঁর এই উদ্যোগের মূল বক্তব্য ছিল;বাংলাকে বিভক্ত করা গেলেও বাঙালির হৃদয়কে বিভক্ত করা যাবে না। স্বদেশি আন্দোলনের সময় তাঁর গান সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’, ‘সার্বক জনম আমার কখনও কেবল আবেগের ছিল মুক্ত ও মানবিক। তিনি এমন শিক্ষা চেয়েছিলেন যা মানুষকে কেবল চাকরির উপযুক্ত করবে না, বরং তাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, প্রকৃতিকে বুঝতে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখাতে। গ্রামোন্নয়নের জন্য শ্রমিকেতনে যে কাজ শুরু হয়, তার মধ্যেও ছিল ভারতীয় সমাজকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করার চেষ্টা। তাঁর কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক আত্ম নির্ভরতাও জরুরি ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও ওপনি বেশিক শাসন ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক অন্যায় এবং ক্ষমতার দুষ্টের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে ‘স্বদেশি আন্দো লনের অন্তর্দৃষ্টি, আর্শ ও উগ্রতার সংঘাতকে তিনি গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, তিনি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করলেও তার নানা হিংসা বা সংকীর্ণ রাজনৈতিক আবেগকে সমর্থন করেননি।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথকে ‘নাইট’ উপাধিতে সম্মানিত করে। কিন্তু ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর অবস্থানে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখা যায়। শত শত নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালানোর এই ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করে। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কদে লেখা এক বিখ্যাত চিঠিতে ‘নাইটহুড’ উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি স্পষ্ট করে জানান যে এমন এক সময়ে সরকারের দেওয়া সম্মান গ্রহণ করবো খারাপ মানুষের উপর অত্যাচার।

তারিখটা গ্রহণ করা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। চন্দননগরের মেয়ার তর্দিভেল, লাট ফুলার এবং লাট স্যার এনড্রু ফেজারকে মারতে বোমা তৈরি হয়েছিল। তখন তো হেমচন্দ্র কানুনগো প্যারিসে। ফলে উল্লাসকর দপ্তই এই সব বোমা তৈরি করেছিলেন। তবে এখানে বলা যেতে পারে যে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সব খবর পুলিশ পায়ের গিয়েছিল আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্তদের জেরা করার সময়ে। পুলিশে আমানসিক অত্যাচারে সব গোপন তথ্য বলে দিতে শুরু করেছিল আলিপুর বোমা মামলার অভিযুক্তরা। যাইহোক বোমাটি পরীক্ষা করতে দেওঘরের পাহারীরা (রোহিনী?) পাহাড়ে উপস্থিত হয়েছিলেন উল্লাসকর দপ্ত, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ, বারীন্দ্রকুমার এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত। বারীন ঘোষ এই বিষয়টা একেবারে গোপন রেখেছিলেন। একমাত্র অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া আর কেউ এই বিষয়ে পুলিশ এই ব্যাপারে অন্ধকারে ছিল। উক্ত পাঁচ বিপ্লবী উ উপস্থিতিতে বোমাটি পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বোমাটি কে ছুড়বে তা নিয়ে কথা উঠলে প্রথমে নাম উঠে উল্লাসকর দপ্তের। কিন্তু প্রফুল্ল চক্রবর্তী স্যার বারীন ঘোষকে ধরে বসলেন তিনি বোমাটি প্রথম নিক্ষেপ করবেন। বাচ্চা ছেলে। নাছড় বাপ্পা। ফলে বাচ্চা হয়ে স্যার বারীন ঘোষ আদেশ দিলেন যে প্রফুল্ল বোমাটি পরীক্ষামূলকভাবে নিক্ষেপ করবে। বেশ কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন উল্লাসকর দপ্ত। বারীন ঘোষ সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন যে বোমা নিক্ষেপ করা মাত্র দুইজনকে মাটি গুণয়ে পড়তে। মাটিতে শুয়ে পড়লে বোমার আঘাত শরীরে এসে লাগবে না। এই সতর্কবার্তা দিয়ে নিকটবর্তী গাছে উঠে বসলেন বারীন ঘোষ, নলিনীকান্ত এবং বিভূতিভূষণ। বাচ্চা ছেলে প্রফুল্ল মাটিতে শুয়ে না পড়ার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই দেহত্যাগ করেন। বোমার অংশ তাঁর গায়ে লেগে বহু স্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। রক্ত ঝড়তে শুরু করেছে। এদিকে প্রফুল্ল মাটিতে শুয়ে না পড়ার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই দেহত্যাগ করেন। বারীন ঘিলু ফেটে গিয়েছিল। বোমা পরীক্ষা সফল হয়েছে দেখে সবাই উল্লাসিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রিয় ছোট সদস্য প্রফুল্ল পরলোকগমনে শোকাহত। (ক্রমশঃ

নবদ্বীপ কড়চা ঃ ভাগীরথী ও জলঙ্গীর সংযোগ স্থল

নবেন্দু সাহা

ভাগীরথী ও জলঙ্গীর সঙ্গমে গড়ে ওঠা নবদ্বীপ ছিল প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ নদীবন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। নবদ্বীপে গঙ্গার অবস্থান ও পরিবর্তন – নবদ্বীপ ভাগীরথীর গর্ভস্থ দ্বীপ। প্রাচীনকালে পূণ্য-সলিলা ভাগীরথী ইহার চতুর্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া, এই পবিত্রভূমি নবদ্বীপকে অন্যান্য ভূমি হইতে পৃথক্ রাখিয়া- ছিলেন। অদ্যাপি বর্ষাকালে কলনাদিনী সুরধনী ইহার চতুর্দিকে প্রবাহিত থাকিয়া ইহার দ্বীপ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আসিতে- ছেন। এই দ্বীপ গঙ্গার অন্তরঙ্গ বলিয়া ইহার অন্য নাম অন্তদ্বীপ। ‘এই কতাদূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম। সুরধনী-বেষ্টিত পরম রম্য স্থান দ (ভক্তিরত্নাকর।) এখন যেখানে বাবলাডী, গঙ্গাপ্রসাদ, সহর নদীয়া, বেঘরী, চর গদখালি, মহীশুর এবং মোল্লাপাড়া আছে, সেই সমস্ত ভূ ভাগ নদীয়া বা নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই সমস্ত স্থানই অদ্যাপি নদীয়া পরগণা বলিয়া বিখ্যাত। মোল্লাপাড়া গ্রামটী এই দ্বীপ হইতে ভিন্ন হইয়া কিছু দূরে অবস্থিত হইয়াছে। এইরূপ বিপর্যয় গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর ভাঙ্গনেই ঘটিয়াছে।

পূর্বকালে এই প্রকাণ্ড দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম শাখার পশ্চিম পারে- মাগাছি, জাম্গর, বিদ্যানগর, কুলিয়া, স্পন্দকহাট, সমুদ্রগড় প্রভৃতি গ্রামগুলি, এবং পূর্বদিকের শাখার গঙ্গার পরপারে বামন পুকুরিয়া, শিমুলিয়া, গাদিগাছা, মাজিদা, ব্রহ্মগণের প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। নদীর উভয় শাখা কখনই প্রবল থাকে না। কখন একটী প্রবল হইয়া পড়ে ও অপরটী মন্দীভূত হইয়া যায়। নবদ্বীপ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। কখন ইহার পূর্বধারার স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া পূর্বদিকে চর উৎপন্ন করিয়াছিল; কখনও বা পশ্চিমের স্রোতঃ প্রবল হইয়া এই দ্বীপের পশ্চিমাংশ গ্রাস করিতে করিতে পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়া ছিল। প্রাকৃতিক পরিবর্তন বশতঃ ভূ ভাগের এইরূপ অবস্থান্ডার চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে। রামের বনগমন ও সীতা-নির্বাসন এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই জনস্থানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটয়াছিল, তাহা ভবভূতি উত্তর-রামচরিতে লিপি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন- ‘পূব্রা যঃ স্রোতঃ পুলিনমধুন। তত্র সরিতাঃ বিপর্য্যাস যাতো ঘনবিলভাবঃ ক্ষিতিরহাম্।’ (উত্তররামচরিত, ২য় অঙ্ক ২৭ শ্লোক।) বিদ্যানগর, মাংশাছি প্রভৃতির পূর্বদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমের ধারা বর্ধন অনবধি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ বণিক

চাঁদসদাগর ভাগীরথীর এই ধারা দিয়াই বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। যে সময়ে তাহার বাণিজ্য তরগী- সকল বিদ্যানগরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ে তিনি ঝড় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হন। এ বিদ্যানগরের উত্তরেই সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণীতলায় ব্রহ্মাণী (মনসা) দেবীর পীঠস্থান প্রতিষ্ঠিত। সদাগর উক্ত দেবীর পূজা না দিয়া অবমাননা করিয়া চলিয়া আসেন। কথিত আছে, এই অপরাধে ঐ স্থানেই তিনি বন্দি থাকিত। সদাগর উক্ত দেবীর পূজা দিয়া তাহার প্রসন্নতা লাভ করেন। সদাগর তিনি সোপচায়ে দেবীর পূজা দিয়া তাহার প্রসন্নতা লাভ করেন। সদাগর পূজিত ব্রহ্মাণীর ঘট অদ্যাপি বর্ত মান আছে, এবং শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে বহু সমারোহে তাহার পূজা হইয়া থাকে।

ভাগীরথী তাহার পর নবদ্বীপের পশ্চিমাংশ গ্রাস করিতে করিতে পূর্বদিকে সরিয়া আসায়, ঐ স্থানে এক বিল পড়িয়া যায়। ঐ বিল চাঁদ সদাগরের স্মরণার্থ চাঁদের বিল নামে বিখ্যাত হয়। চাঁদ সদাগর গৌরাদের জন্মের কিছু পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অন্তএব গৌরদেবের সময়ে গঙ্গার এই পশ্চিম ধারা প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা চৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, গৌরঙ্গ যখন কাটোয়া গমন করেন, তখন ভাগীরথী পার হইয়া নান। আবার সন্ন্যাসগ্রন্থের কয়েক দিন পরে যখন গৌরাদেবের শাস্তিপুনের নবদ্বীপবাসিগণ গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছিলেন। অদ্বৈতগৃহে অবস্থিত ছিলেন, তখন গৌরদর্শনে শাস্তিপুণ (কুলিয়া)। কাটোয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে এবং কুলিয়া পূর্ব পারে পূর্বপার অবস্থিত আছে। নবদ্বীপ হইতে এই দুই স্থানে ইহার সময়ে গঙ্গা পার হইতে হইলে, নবদ্বীপের পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পারেই গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন। সুতরাং নবদ্বীপ ভাগীরথীগর্ভস্থ একটী দ্বীপ। আমরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়েও নবদ্বীপে ভাগীরথীর অমর কবি ভারতচন্দ্র রায় পশ্চিমের শাখা প্রবল থাকা দেখিতে পাই। কৃত ‘মানসিংহ’ এইরূপ বর্ণিত আছে – ‘মজুমদারে কহিলা করিব গঙ্গান্নান। উত্তরীলা পূর্বস্থলী নদে সন্নিধান আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা। কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা। গঙ্গা পার হইয়া প্রভু গৌরান্দ্র - সুন্দর। সেই দিন আইলেন কন্টক নগর।’ শুনিলেন গৌরচন্দ্র হৈলা সন্মাসী। ফুলিয়া নগরে প্রভু আইছেন শুনিয়া। দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হইয়া কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।

‘আমার আত্মকথা’ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর স্বদেশ চেননা

শঙ্করলাল কর্মকার

একটা অত্যন্ত নিশ্চিত সত্য আছে যেটা মানুষ তার সমস্ত জীবনে কেবল একবারমাত্র প্রমাণ করতে পারে; সে হচ্ছে মানুষ অমর নয়। কিন্তু নাই বা হল; কিছুদিন বেঁচেছি,



অতান্ত নিবিড় করে জেনেচি আমি হচ্চি আমি; অস্তহীন আমি-নয়-এর মাঝখানে এই একটিমাত্র আমি; অসীম জগতে এই পরমশ্চর্য সত্য অসীম কালের অতি ক্ষুদ্রমায়ায় আমার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে এর চেয়ে আর কী চাই। মৃত্যু কি এর চেয়েও বড় যে ভাবনা করতে হবে। সাধকেরা বলেছেন দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে হওয়াটাকেই সমুদ্রে উপড়ে ফেলে হবে; কিন্তু আমি বলি হওয়াটাই যদি মিল তবে দুঃখটা গেল কি না গেল তাতে কি আসে যায়।... আমি আছি এইটে হোল শেষ কথা, এটাকেও শেষ করলে বাকি রইল কি?... জীবনে কঠিন দুঃখ পেয়েছি এবং নিবিড় সুখ। কিন্তু সেই দুঃখে আমার হওয়াটাকেই তীব্র করে প্রমাণ করেছে, অতএব তাকে নিন্দে কর না। বিধানায় পড়ে পড়ে এই সব কথা ভেবেছি। আরো একটা কথা ডেবেচি। দেশের কাজ করব বলে একদিন কোমর বেঁধে

বনের মোষ তাড়ানো। স্বদেশে অতি সব অযোগ্য লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরেছি মাথা হেঁট করে। যদি কিছু পেয়ে থাকি তাতে জাতি গিয়েছে পেট ভরেনি। বিধাতার কৃপায় খুব মজবুত শরীর নিয়েই জন্মেছিলেন, তাই ‘আমার জন্মভূমি’ আমাকে যত মার মেরেছে তাতেও টিকে আছি। বিশেষত বন্ধুদের হাতেও গোপন ও প্রকাশ্য মার। এমন বন্ধুও বাকি আছে যারা মারেও না কিছু করেও না, শুধু কথা কয়; যারা সহায়তাচ্ছেলে আমার কাজ হাত দেয় কিন্তু সে হাত শূন্য। এও যাব্, একটা দুঃখ মনেও ঘুচবে না, সে হচ্ছে এই, বাংলাদেশে আমাকে অপমানিত করে যা যা নিরাপদ এমন আর কাউকেই না- মহাত্মাজি চিত্তরঞ্জকে ছেড়েই দেওয়া যাব্; বন্ধিম, শরৎ, হেম বাড়িয়ে নবীন সেন কাউকে আমার মত গাল দিতে কেউ সাহসই করেন না। যাদের ব্যবসা গাল দেওয়া তারা জানে আমাকে গাল দেয়।

মালদা জেলা পরিষদের সভাপতি এবং সহকারী সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন তৃণমূলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ আগস্ট : বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সহ সদস্যদের বিরুদ্ধে অপব্যবহারের



বিরুদ্ধে মালদা জেলা পরিষদের সভাপতি এবং সহকারী সভাপিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন তৃণমূলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। উচ্চআদালতের নির্দেশে আজ সভাপতিত্ব অপসারণের তলবি সভা ডাকা হয়। সেখানে তৃণমূলের ১৯ জন বিক্ষুব্ধ সদস্যের সঙ্গেই হাজির কংগ্রেসের পাঁচ জেলা পরিষদ সদস্যও। যদিও দুইদিন আগেই নিজগের পদ থেকে ইস্তফার কথা জানিয়ে মালদার বিভাগীয় কমিশনারকে চিঠি দেন

কংগ্রেস নেত্রী মৌসম বেনেজির নূর সহ অন্যান্যরা। সবমিলিয়ে অনাস্থার পক্ষে জেলা পরিষদে হাজির হন ২৪ জন সদস্য। বৈঠকের শেষে সভাপতিত্ব বিরুদ্ধে থাকা তৃণমূল সদস্যরা বলেন, আমরা তলবি সভা ডেকে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়েছি। আবার প্রশাসনও জানিয়েছে সভাপতিত্ব ও সহকারী সভাপতিত্বের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে। সব মিলিয়ে সভাপতিত্ব আর চেয়ার থেকেছেন না। আগামী এক মাসের মধ্যে নতুন করে বৈঠক ডেকে

মালদার রতুয়া-১নং ব্লকে শুরু হল ব্যাপক গঙ্গা ভাঙন! গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেল ৪০-৫০টি পরিবারের ঘরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ আগস্ট : মালদার রতুয়া-১ নং ব্লকে শুরু হল ব্যাপক গঙ্গা ভাঙন! মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভাঙনে গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেল ৪০-৫০টি পরিবারের ঘরবাড়ি। চোখের সামনে ঘরবাড়ি সহ সর্বস্ব নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় চরম অসহায় পরিস্থিতিতে পড়ে সরকারি উদাসীনতায় একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ভাঙন দুর্গতরা। জানা গেছে, গত কদিন ধরেই মালদায় কমছে গঙ্গার জলস্তর। আর জলস্তর কমতে শুরু করতই মালদার রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা এলাকায় ভয়াবহ নদীভাঙন শুরু হয়েছে। মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিহুটোলা গ্রামে আচমকাই শুরু হয় ভাঙনা। মুহূর্তের মধ্যে গঙ্গার প্রাসে চলে যায় গ্রামের প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টি বাড়ি। ভাঙনের আতঙ্কে ঘরছাড়া হতে শুরু করেন এলাকার বহু পরিবার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকেই গঙ্গার পাড়ে ফাঁদে পড়া লিখে শুরু করে। এবপর আচমকা নদীগর্ভে চলে যেতে থাকে একের পর এক বসতবাড়ি। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা ঘরবাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী বের করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে শুরু

করেন। চোখের সামনে বসতবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকাই। ভাঙনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় সৌঁছায় ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দুর্গত পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিপদ মোকাবিলা বাহিনী। তারা ক্রীতপূর্ণ এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গঙ্গার জল কমার সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা ভাঙন শুরু হয়েছে। আগে থেকেই নদীভাঙনের আশঙ্কা থাকলেও এদিনের মতো তীব্রগতিতে ভাঙন তার আগে দেখেননি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বহু পরিবার সর্বস্ব হারিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এলাকার এখনও ভাঙন অব্যাহত থাকায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। নতুন করে আরও বাড়িঘর নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি উপর নজর রাখা হচ্ছে। দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়, প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং অন্যান্য সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আচমকা নদীর প্রাসে বসতবাড়ি হারিয়ে এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে জিহুটোলা গ্রামের বহু পরিবার।

শ্রীরামপুরে মোহনলাল ঘোষ স্মৃতি টেনিস টুর্নামেন্টে পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের সাফল্য

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুর সাব-ডিভিশন টেনিস ক্লাবের উদ্যোগে হুগলির শ্রীরামপুরে আয়োজিত মোহনলাল ঘোষ মেমোরিয়াল টেনিস টুর্নামেন্টে সাফল্য পেলে পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাব। ১৫ ও ১৬ আগস্ট দু’দিন ধরে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের বহু খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ছোটদের জন্য বিগিনার্স হিটিং ও অনূর্ধ্ব-১২ সিঙ্গেলস, অ্যাডভান্স জুনিয়রদের জন্য ক্যাম্প ডাবলস, পাশাপাশি ওপেন সিঙ্গেলস, ওপেন ডাবলস এবং মহিলাদের ওপেন সিঙ্গেলস বিভাগে খেলা হয়। অ্যাডভান্স জুনিয়রদের ক্যাম্প ডাবলস বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের স্বপ্ননীল দত্ত ও সৌরদীপ দাস জুটি। রানার্স-আপ হয় একই ক্লাবের শিক্ষার্থী রামেশ সিনহা ও ইন্দ্রাভ সিনহা জুটি অনূর্ধ্ব-১২ সিঙ্গেলস বিভাগে। সাফল্য আসে ক্লাবের। এই বিভাগে রানার্স-আপ হয় ক্লাবের ছাত্র অনুরাগ দাস, চ্যাম্পিয়ন হন মেহুল মণ্ডল। প্রতিযোগিতার অন্যান্য বিভাগেও ছিল জমজমাত

অর্কাষণ করেন পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের ক্রিটেনেস কোচ মুম্বায় দাস। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার সূচনা



হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। পতাকা উত্তোলন করে খেলার সূচনা করেন শ্রীরামপুর সাব-ডিভিশন টেনিস ক্লাবের সেক্রেটারি সপু বানার্জী। দু’দিনের প্রতিযোগিতা শেষে রবিবার রাতে আয়োজন করা হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের। সমগ্র টুর্নামেন্টটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন শ্রীরামপুর সাব-ডিভিশন টেনিস ক্লাবের হেড কোচ সুনীল শর্মা। বিভিন্ন বিভাগে খেলোয়াড়দের সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও অভিভাবকেরা।

মালিগাঁওয়ের নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের উন্নয়ন

মালিগাঁও, ১৭ আগস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে শ্রদ্ধার্থীদের আধুনিক, সুরক্ষিত ও উন্নত শিক্ষাগত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মালিগাঁও-এ নেতাজি বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়নের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ২০টি শ্রেণিকক্ষ ও আধুনিক আসবাবপত্রসহ একই নতুন জিৗ অফিসিসি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যা বিদ্যালয়টির শিক্ষাগত পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে একটি আচ্ছাদিত প্রার্থনা-গৃহ নির্মাণ এবং সুবীর রাহা মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামের



জলপাইগুড়ির জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত এক অত্যন্ত জমকালো ও স্মরণীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৭ আগস্ট, ২০২৬-এ ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানের সমাপ্তি পূর্ব সম্পন্ন হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) রামেশ রাঠোর (আইএএস), সদর কেন্দ্রের বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী, রাজ্যগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার, ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিম দাস, এছাড়াও জেলার অন্যান্য আধিকারিক এবং জলপাইগুড়ির উৎসাহী নাগরিকগণ। ত্রিবর্ষরঞ্জিত পতাকা, আমাদের যৌথ গর্ব এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতের চেতনাকে উদযাপনকারী ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানের এক যথার্থ ও অনুপ্রেরণাদায়ক সমাপ্তি।

পিএম-সেতু প্রকল্পের আওতা়ায় বিশেষ উদ্যোগ

কলকাতা, ১৭ আগস্ট : তাত, ডোকবার মত বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প গুলির প্রসারে প্রধানমন্ত্রী স্কিলিং অ্যান্ড এমপ্লয়েবিলিটি ট্রাস্‌টরমেশন- প্রু আপগ্রেভেড ইন্টিগ্রাইড- থাফ-সেতু প্রকল্পের আওতায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পশৃঙ্খলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী জানিয়েছেন। কলকাতায় ‘কৌশল মন্ত্রন’ আর্থনিক সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ মাত্র দু’মাস আগে পিএম-সেতু প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলা পিছিয়ে থাকবে না। আইটিআইগুলিকে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে সেখানে শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতেই প্রশিক্ষণোত্তর কাজ সেই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আস্তা তৈরি হয়। বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প হাবগুলিকে লক্ষ্য করেই এই উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

পাশাপাশি যেখানে বেসরকারি শিল্প এগিয়ে আসবে না, সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার কথাও জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এমন

কজওয়েও ডুবল-স্থায়ী সেতু হল না কেন? প্রশ্ন এলাকাবাসীর

স্থপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৭ আগস্ট : নিম্নাঙ্গণের জেরে টানা বৃষ্টিতে ঝাড়গ্রাম জেলার তপসিয়া খালের কজওয়ে জলের তলায় চলে যাওয়ায় ফোঁকা থেকে তপসিয়া হয়ে গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রাম রুটে বাস-সহ যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এর জেরে নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক সম্পূর্ণ ভাবে ঝাড়গ্রাম জেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকেও বিস্তীর্ণ অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। তবে এ বার শুষ্ক বৃষ্টির জল নয়, সামনে এসেছে দীর্ঘদিনের পরিকাঠামোগত সমস্যাটি। তপসিয়া খালের উপর মূল সেতুটি সাত-আট বছর ধরে ভারী যান চলাচলের জন্য বন্ধ। সেই সময় সেতুর পাশে তৈরি করা হয়েছিল কজওয়ে। প্রতি বর্ষায় সেটি ডুবে গেলেও স্থায়ী বিকল্প তৈরি হয়নি। ফেকোলেট থেকে তপসিয়া বাজার হয়ে গোপীবল্লভপুর যাওয়ার পথে এই পুরনো সেতুতে বহর সাত-আট আগে ফাঁটল দেখা দেওয়ার ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে সেতুটি ঘিরে দেওয়া হয়। যোগাযোগ সলল রাখতে তার পাশে নিচু কজওয়ে তৈরি করা হলেও বর্ষায় খালের জল বাড়লেই তা ডুবে যায়। এবার টানা ভারী বৃষ্টিতে কজওয়ে সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে যাওয়ায় বাস, পণ্যবাহী গাড়ি-সহ অন্যান্য যান চলাচল বন্ধ। সাত-আট বছর ধরে মূল সেতু বন্ধ থাকার পরেও কেনা স্থায়ী সেতু বা উঁচু বিকল্প সেতু তৈরি হল না, সেই প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

স্থায়ী সেতুর দাবিতে সরব পশ্চিমবঙ্গ নিত্যতাত্রী সমিতি। সংগঠনের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক সৌগত মহাছেরে দাবি, সাময়িক ব্যবস্থা দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নয়াগ্রামের রামেশ্বর ও গড়ধারার মাঝে সুবর্ণরেখার উপরে সেতু তৈরির দাবিও জানিয়েছে স্থানীয়রা। ওই সেতু হলে গোপীবল্লভপুর ১ ও নয়াগ্রাম ব্লকের বাসিন্দাদের জেলা সদর ঝাড়গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক সহজ হবে। সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন এলাকার বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু। এদিকে টানা বৃষ্টিতে ঝাড়গ্রাম ব্লকের কুন্ডলডিহি গ্রামে হরিপদ মাহাত্মের মাটির বাড়ির একটি দেওয়াল রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ভেঙে পড়ে। বারান্দা থাকায় অঙ্গের জন্য রক্ষা পান হরিপদ ও তার স্ত্রী শলমা মাহাত্মে। অন্য একটি দেওয়ালেও ফাঁটল পড়েছে। সমস্যার ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ত্রাণসামগ্রী দেন। আপাতত ওই দম্পত্যিকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। বাড়িটি নতুন করে তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে, জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বাড়ত্যাঙুর গালুড়ি জলাধার থেকে ৫২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। সুবর্ণরেখার জল এখনও পরিদর্শীমার উপরে না উঠলেও ঝাড়ছে। ডুবুং নদীর জল বাড়ায় চিচ্চিগুড়ির কজওয়েও জলের তলায় চলে গেছে। ফলে গিধনির সঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা সদরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বিনপুর ২ ব্লকের হাডদা অঞ্চলে তারকেনি নদীর জল বাড়ায় ঢোলভাঙা কজওয়ে ডুবে বাকুড়া ও লালগড়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঘূরপথে যাতায়াত চলছে। শিলদার এঠেলায় তারাকেনি নদীর জল বাড়ায় সকালে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। এ দিন জেলায় বিভিন্ন রুটে সার্বিক ভাৰেই বাস চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

দক্ষ জনশক্তি তৈরি করাই লক্ষ্য, যাতে পশ্চিমবঙ্গের যুবক-যুবতীরা শুধু দেশের নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। এছাি, সাইবার সিকিউরিটি, ইলেকট্রিক যানবাহন মেরামত, সৌরশক্তি, প্লাস্টিং-সহ নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বহু সংস্থা ইতিমধ্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে। গত আড়াই মাসে শতাধিক সংস্থা রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বলে

বিজ্ঞপ্তি
আমার মজেল শ্রী তারাপদ ঝাঁড়া,পিতা- স্বর্গীয় রামচন্দ্র ঝাঁড়া, সাং + পোষ্ট - ওয়াদিপুৰ, ১) শ্রীমতি মোক্ষদময়ী দাসী (ঝাঁড়া),স্বামী - স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র ঝাঁড়া, ইহার পক্ষে নিযুক্ত আমোক্তার শ্রী ভোলানাথ চক্রবর্তী, পিতা- স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাং + পোষ্ট - ওয়াদিপুৰ, DSR হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০১০০১২৯/২০০৭ আমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা-তেমুঙ্গুর, মৌল্য- বারাদিপুৰ, জেএম নং-১৭,হালা বড়িলাল ১৫৩৬ নং, হালা ১৫৩৬ নং দালা ০৬ শব্দক সম্পর্কিত ADSR DOMU নং অফিসে ৪৪৬৪/১১ নং দলিল মুলে ত্রুত করে নাম পতনের বাদেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কোনো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O তেমুঙ্গুর অফিসের নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য গ্রহণ হবে।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY	
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074	
Tender Notice No. 172	Tender Notice Date: 17/8/2026
NOTICE INVITING E-TENDER	
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 172/8/2026-2027 dated 17/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in /contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).	
Last date of E-Submission: 3/9/2026.	
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.	
Executive Officer South Dum Dum Municipality	

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY	
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074	
Tender Notice No. 170	Tender Notice Date: 17/8/2026
NOTICE INVITING E-TENDER	
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 170/8/2026-2027 dated 17/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in /contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).	
Last date of E-Submission: 3/9/2026.	
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.	
Executive Officer South Dum Dum Municipality	

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY	
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074	
Tender Notice No. 171	Tender Notice Date: 17/8/2026
NOTICE INVITING E-TENDER	
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 171/8/2026-2027 dated 17/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in /contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).	
Last date of E-Submission: 3/9/2026.	
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.	
Executive Officer South Dum Dum Municipality	

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY	
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074	
Tender Notice No. 174	Tender Notice Date: 17/8/2026
NOTICE INVITING E-TENDER	
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 174/8/2026-2027 dated 17/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in /contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 2.00 pm).	
Last date of E-Submission: 3/9/2026.	
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.	
Executive Officer South Dum Dum Municipality	

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY	
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074	
Tender Notice No. 173	Tender Notice Date: 17/8/2026
NOTICE INVITING E-TENDER	
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 173/8/2026-2027 dated 17/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in /contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 2.00 pm).	
Last date of E-Submission: 3/9/2026.	
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.	
Executive Officer South Dum Dum Municipality	

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY	
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074	
Tender Notice No. 169	Tender Notice Date: 17/8/2026
NOTICE INVITING E-TENDER	
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 169/8/2026-2027 dated 17/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in /contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 2.00 pm).	
Last date of E-Submission: 3/9/2026.	
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.	
Executive Officer South Dum Dum Municipality	

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড	
সিআইএন নং.: এল৫৫২০২৬জুপি১৯৬জুপিএলসি৫৫৫৪২	
রেজিস্টার্ড অফিস: বনরান হাউস, ৩১, সোলাই সুসং রোড, কলকাতা-৭০০ ৩০১, ফোনঃ (০৩৩) ২২৩০ ৮৫১৫	
ফোন নংঃ ০৩৩ ২২৩০ ৮৫১৫	
ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in ইমেলঃ secretariat.qcml@rpsg.in	
পোস্টাল ব্যালট সক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	
সদস্যের অন্তর্ভুক্ত অর্থবহি তথা যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৬-এর ১০৮ ও ১১০ ধারা এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ ও ২১ বিধি-বহুা সময়ে সংশোধিত ও বর্তমানে বল্ৱ অধিনে অন্যান্য প্রযোজ্য বিধিবিধি-অনুসারে, কোয়েস্ট ক্যাপিটাল কোম্পানি লিমিটেড (‘কোম্পানি’) ১১ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রস্তাবকসহ রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে পাস করার জন্য তার সদস্যদের অনুমোদন চাইছে। কোম্পানি আইন, ২০১৬ তদানীন প্রবীত বিধিমালায় এবং এ সংক্রান্ত সাধারণ নিদেশনাবলির মাধ্যমে কয়েকটি বিষয়ক হস্তগল্য কর্তৃক সাধারণ সভা আয়োজন ও ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, পোস্টাল ব্যালট সক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং বিষয়ক নিদেশনাবলি শুষ্কতার ইমইলের মাধ্যমে ১১ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির সম্মেলন সেশ্যেহস্তগল্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই সেশ্যেহস্তগল্যেরের নাম সুক্রান্ত, ০৭ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখের (‘কাট-অফ তারিখ’) সদস্যদের রেজিস্টারী (নোমিনেশিয়াল ওর্ডার) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ডিপোজিটিরিগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত-এবং যাদের ইমইল চিকান। কোম্পানি / ডিপোজিটরি পাটিসিপ্যান্টের কাছে নির্দিকৃত আছে। সদস্যদের শুষ্কতার রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থায় মাধ্যমেই তাদের সম্মতি বা অসম্মতি জানানো হবে। পোস্টাল ব্যালট সক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.qcml.in , স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এও পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানির সদস্যদের কাছে এই বিজ্ঞপ্তি পো পোস্টাল ব্যালট ফর্মের কোনো মুদ্রিত কপি পাঠানো হবে না এবং কোনো মুদ্রিত ব্যালট ফর্ম বহন করা হবে না। সেশ্যেরহস্তগল্যেরে ডোটারিকার নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ সুক্রান্ত, ০৭ই আগস্ট, ২০২৬ -অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি সেশ্যের মূলধনে তাদের অংশের অর্থাপাতে হবে। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ২০২৬ সালের ২০ আগস্ট, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত হবে। এরপর অবিলম্বে পোস্টাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে আর কোনো ভোট প্রদানের সুযোগ থাকবে না। দুরবর্তী ই-ভোটিং পর্ব শেষ হওয়ার পর, ব্যাচই-ব্যাচই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফুটাইনইজার তার প্রতিবেদন পরিচালক অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাছে দুই কর্মদিবসের মধ্যে বা তার আগেই জমা দেনো। ফলাফলযোগ্যতার পরপরই, ফুটাইনইজারের প্রতিবেদনসহযেখিতি ফলাফল বিএসই-এর কাছে পাঠানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.qcml.in ও সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এ থাপডোড় করার পাশাপাশি কোম্পানির নির্দিকৃত কার্যসেই হা দর্শন করা হবে। সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এই ই-ভোটিং সক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ ই-মেইল করলে পাঠানো টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১০ ৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।	
তারিখঃ ১৭ই আগস্ট, ২০২৬	ডাওয়া আগগল্লাল
স্থানঃ কলকাতা	কোম্পানি সেক্রেটারী এবং কমপ্লিএসএ অফিসার

Press Notice
E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 15 (Fifteen) Nos. of Schemes under PMKSY WDC2.0/01/2021-22 project in Purulia District from 17/08/2026 to 25/08/2026. Vide NIT-01/PMKSY-WDC2-NRM/01/26-27 . For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit www.wbtenders.gov.in
S/d- Assistant Director of Agriculture & PIA, Kharkai & Subamarekha Watershed Bagmundi Block, Purulia Memo-1138/ICA/PURU Dt. 17/8/26

পূর্ব রেলওয়ে
ডিজিটাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিকারের নিখোতা, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেট/সিপিডব্লিউ/এসইবি/এমইএস অর্থাৎ যে কোনও সরকারি অধীশ বহুস্তর সাপেে বেক্রিফিউড সহ সমগ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সিনিয়র ডিইএম/৩/হাওড়া। ক্রমিক নং.,১, ই-টেন্ডার নংঃ ১৯৯, ২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ সিনিয়র ডিইএম/৩/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে এইএন/নবধীপধামের অধীনে পাল্টা-চে (ইআই-১টি) এবং গুস্তিপাড়া, জিরাত, ধারীগ্রাম ও নবধীপধামে (সিআই-৪টি) ট্রাক মেশিন সাইডিয়ের ব্যবস্থা। আনুমানিক ব্যয়ঃ ৫৫,৮২,৬৩০.৬৮ টাকা। বায়ানমূল্যঃ ৬,৮৫,৭০০ টাকা। ক্রমিক নং.,২, ই-টেন্ডার নংঃ ২০০,২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ সিনিয়র ডিইএম/৩/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রে এইএন/আজিমন্ডলের অধীনে খাড়াবাড়ি রোড এবং কর্ণ বর্ক-তে (ইআই-২টি) ট্রাক মেশিন সাইডিয়ের ব্যবস্থা। আনুমানিক ব্যয়ঃ ১,০০,১৮,৮৭১.০৯ টাকা। বায়ানমূল্যঃ ২,৬০,৪০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সমধীনীয়াঃ গৃহীত পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাস। টেন্ডার আহ্বানকৃত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্দের তারিখে কোনও কারসে ছাউ/বন্ধ/স্ট্রীক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার করার তারিখ পরিবর্তিত হবে না। কার্যে টেন্ডার বন্দের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অধার জমা করার আবেদন অইআরইপিএস ওয়েবসাইটে অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। টেন্ডার বন্দের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডারের বিজ্ঞারিত বিবরণ www.irops.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা করতে টেন্ডারবাতাসের অনুমোদ্য করা হচ্ছে। ইএমটি এবং ডিভিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিগের সাপেক্ষে বায়ানমূল্য জমা (ইএমটি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র সেট ব্যাংক অথবা স্টেমেন্ট সেটওয়ার মাধ্যমে গৃহীত হবে। ব্রহ্মবাঃ অইআরইপিএম (ই-টেন্ডার সেটোল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমটি হিসাবে নিম্নত ডিপোজিট রিসিট (একটিঅর) গৃহীত হবে না। কোক

অবসরের ইঙ্গিত দিলেন রোনাল্ডো

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১৭ আগস্টঃ পেশাদার ফুটবলে বোধহয় এবার যবনিকা পতন হতে চলেছে। ২০২৬-২৭ মরসুমই তার কেরিয়ারের শেষ বছর হতে পারে। এমনই ইঙ্গিত দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ভগ্ন পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ মহাতারকা বলেন, “সম্ভবত এটাই আমার ফুটবলের শেষ বছর। আমি একটা দারুণ উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই।” ৪১ বছর বয়সি স্ট্রাইকার সরাসরি অবসরের কথা ঘোষণা করেননি ঠিকই। তবে তাঁর কথায় পরিস্কার, এবার তিনি বুটজোড়া তুলে রাখার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন। ৪১ বছর বয়সেও পর্তুগালের অধিনায়ক। আল নাসেরের অন্যতম প্রধান আক্রমণাত্মক অস্ত্র। তবে এই প্রথম ফুটবল-পরবর্তী জীবন নিয়ে এত খোলাখুলি কথা বললেন পর্তুগিজ

পরিকল্পনা পুরো ছকা রয়েছে। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য এত কিছু রয়েছে যে, শুধু একটা বিষয়ের নাম নেওয়া কঠিন।” ময়দানকে বিদায় জানানোর পর খেলোয়াড়দের জীবনে একটা বড় শূন্যতা তৈরি হয়। সেই সময়টা নানা ভাবে ভরিয়ে তুলতে চান তিনি। ভ্রমণ এবং প্যাডেল খেলা তাঁর পছন্দের তালিকায় উপরের দিকে। রোনাল্ডোর কথায়, “আমি আরও বেশি মজা করতে চাই। ঘুরতে যেতে চাই। প্যাডেল দেখতে ও খেলতে চাই। এই ২৫ বছরে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। এখন যা অর্জন করেছি, সেটা চুটিয়ে উপভোগ করতে চাই।” সম্প্রতি দীর্ঘদিনের বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পর্তুগালের ক্যাসকাইসে নিজেদের বাড়িতে একান্ত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে বিয়ের পর্ব সেরে ফেলেন এই তারকা



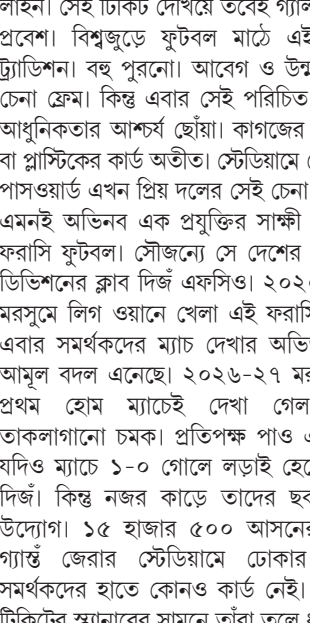
কিংবদন্তি। রোনাল্ডোর সামনে এখনও বেশ কিছু রেকর্ড ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে। ১৩৬০টি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন মোট ৯৭৬টি গোলা। আর মাত্র ২৪টি গোল করতে পারলেই কেরিয়ারে ১,০০০ গালের মাইলকলক স্পর্শ করবেন। পাশাপাশি সৌদি প্রো লিগে গত মরসুমেও তার ফর্ম দূরন্ত। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬৯টি গোল করেন রোনাল্ডো। লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় ছিলেন তৃতীয় স্থানে। স্পোর্টিং লিসবন থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাস হয়ে ২০২৬ সালে আল নাসেরে যোগদান। রিয়ালের হয়ে ৪৫০, ইউনাইটেডের হয়ে দুই দফায় ১৪৫ এবং পর্তুগালের হয়ে ১৩৮টি গোল রয়েছে তাঁর নামের পাশে। হাতে তুলেছেন পাঁচটা ব্যালন দি’অর ও পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। পাশাপাশি দেশকে জিতিয়েছেন ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। খেলা হাজার পর কী করবেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ছক করে ফেলেছেন সিআরসেডেন। তিনি জানান, “আমার ভবিষ্যৎ

জুটি অবসরের পর ফুটবলের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে চান। তবে কোচ হিসেবে নয়। ২০২৬ সালেই রোনাল্ডো জানিয়েছিলেন, কোনও ক্লাবের মালিকানা কেনা তাঁর লক্ষ্য। বলেন, “ক্লাব মালিক হওয়ার বিষয়টি আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। কয়েক বছর আগে এটা ভেবেছিলাম। আমি এখন কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে। বড়জোর আর দু’তিন বছর।” কোচিং করানোর কোনও ইচ্ছেই নেই। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম নাও-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো স্পষ্ট জানান, “জাতীয় দল ছাড়ার সময় কাউকে আগে থেকে কিছু জানাব না। সিদ্ধান্তটা স্বতঃস্ফূর্ত হবে। তবে তা খুব ভেবেচিন্তেই নেবা।” যোগ করেন, “প্রথমা দল বা অন্য কোনও দলের কোচ হওয়ার কথা ভাবছি না। এটা মাথায় আসেও না। ফুটবলের বাইরে অন্য কাজ করার কথা ভাবি। তবে ভবিষ্যৎ কী হবে, তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।” আপাতত রোনাল্ডোর নজর সেই হাজার গালের মাইলকলকে। অবসরের আগে সেই ম্যাজিক কিগার ছুঁতে পারেন কি না, সেইই এখন বিশ্বফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

টিকিটের বদলে গলার স্কার্ফই স্টেডিয়ামের গেট পাস! পথ দেখাল ফ্রান্সের এই ক্লাব

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১৭ আগস্টঃ ময়াদানের চেনা ছবিটা টিকি কেনেন? গলায় জড়ানো প্রিয় দলের রঙিন স্কার্ফ। হাতে ধরা কাগজের টিকিট। গেটে সমর্থকদের লম্বা লাইন। সেই টিকিট দেখিয়ে তবেই গ্যালারিতে প্রবেশ। বিশ্বজুড়ে ফুটবল মাঠে এই এক ট্র্যাডিশন। বহু পুরনো। আবেগ ও উদ্দামনার চেনা ফ্রেম। কিন্তু এবার সেই পরিচিত ধরনে আধুনিকতার আশ্রয় ছোঁয়া। কাগজের টিকিট বা প্রাস্টিকের কার্ড অতীত। স্টেডিয়ামে ঢোকার পাসওয়ার্ড এখন প্রিয় দলের সেই চেনা স্কার্ফ! এমনই অভিনব এক প্রযুক্তির সাক্ষী থাকল ফরাসি ফুটবল। সৌজন্যে সে দেশের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব দির্জ এফসিও। ২০২০-২১ মরসুমে লিগ ওয়ানে খেলা এই ফরাসি ক্লাব এবার সমর্থকদের ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতায় আমূল বদল এনেছে। ২০২৬-২৭ মরসুমের প্রথম হোম ম্যাচেই দেখা গেল এই তাকলাগানো চমক। প্রতিপক্ষ পাও এফসি। যদিও ম্যাচে ১০ গোলে লড়াই হেরে যায় দির্জ। কিন্তু নব্বোর কাছে তাদের ধকভাঙা উদ্যোগ। ১৫ হাজার ৫০০ আসনের স্তাদ গ্যাস্ট জেরার স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে সমর্থকদের হাতে কোনও কার্ড নেই। বদলে টিকিটের স্থানান্তরের সামনে তাঁরা তুলে ধরছেন দলের লাল রঙের স্কার্ফ। আর ম্যাজিকের মতো খুলে যাচ্ছে স্বয়ংক্রিয় গেট। ক্লাব কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, বিশেষ স্কার্ফে বসানো রয়েছে ‘নিয়ার-ফিল্ড কমিউনিকেশন’ বা এনএফসি চিপ। এটি এক ধরনের স্বল্প দূরত্বের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি। যা মূলত কন্সট্রাক্টলেস বা স্পর্শবিহীন পেমেন্টের কাজে ব্যবহৃত হয়। লাল স্কার্ফের

টিক উপরে ক্লাবের প্রতীক। একটা প্যাঁচার বাদামি রঙের এমব্রয়ডারি করা ব্যাজ। টিক তার নিচেই সন্তর্পণে লুকানো রয়েছে এই চিপ। চার্নস্টাইল বা গেট পার হওয়ার সময় ওই বাদামি ব্যাজটি স্ক্যান করলেই মেলে আবাহ প্রবেশাধিকার। ডিজিটাল উদ্যোগটি উইজইভেন্ট নামের একটি টিকিট ও ইভেন্ট উইজইভেন্ট নামের একটি টিকিট ও ইভেন্ট প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে চালু করেছে ফ্রান্সের এই ক্লাব। কাকতালীয়ভাবে সংস্থার সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বয়ং দির্জ-র ক্লাব প্রেসিডেন্ট পিয়েরে-অঁরি দেমার্স।



স্টেডিয়ামের ভেতরে পানীয় বা বিয়ার কেনার জন্য ডিজিটাল ওয়ালেটও বটে।” কর্তৃপক্ষের মতে, এই উদ্যোগ গ্যালারির চাম্ফু সৌন্দর্য অনেকটা ব্যাডামের পাশাপাশি সমর্থকদের দ্রুত ও সহজ প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। সিজন টিকিট কিনলেই ইমেলো একটি কিউআর কোড পাচ্ছেন দর্শকরা। সোটি দেখিয়ে নির্দিষ্ট স্কার্ফ

স্টেডিয়ামের ভেতরে পানীয় বা বিয়ার কেনার জন্য ডিজিটাল ওয়ালেটও বটে।” কর্তৃপক্ষের মতে, এই উদ্যোগ গ্যালারির চাম্ফু সৌন্দর্য অনেকটা ব্যাডামের পাশাপাশি সমর্থকদের দ্রুত ও সহজ প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। সিজন টিকিট কিনলেই ইমেলো একটি কিউআর কোড পাচ্ছেন দর্শকরা। সোটি দেখিয়ে নির্দিষ্ট স্কার্ফ

কপিলকে ছুঁয়ে নজির জাদেজার বিরাট লিডেও শ্রীলঙ্কায় টেস্ট জয়ে ভারতের কাঁটা বৃষ্টি!

সংবাদ সংস্থা, গল, ১৭ আগস্টঃ শ্রীলঙ্কায় প্রথম টেস্ট জয়ের পথে এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে বড় বাধা বৃষ্টি। প্রথম ইনিংসে ভারতের ৪৬২ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কার ইনিংস গুটিয়ে গিয়েছে ২৮৪ রানে। হাতে ১৭৮ রানের লিড। কিন্তু তৃতীয় দিনের শেষে আর ব্যাট্টেই নামতে পারলেন না কেএল রাহুলরা। কারণ- বৃষ্টি। সারাদিন বকবাকে আবহাওয়ার পর শেষবেলায় গলে গলার কাঁটা হয়ে রইলেন বরুণদেব। ৩ উইকেট নিয়ে রবীন্দ্র জাদেজা এদিন নজির গড়েছেন। হাতে এখনও দু’দিন। কিন্তু বৃষ্টিতে টেস্টজয়ের স্বপ্ন ভেসে যাবে না তো? তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আশাও প্রায় শেষ হয়ে যাবে। দেবদত্ত পাডিক্কল, কেএল রাহুল ও ধ্রুব জুরেজের ব্যাটিংয়ে ভর করে প্রথম ইনিংসে ভারত ৪৬২ রান তোলে। পাডিক্কল ১৬৭ রান করে প্যাডিলিয়নে ফেরেন। তাঁর ইনিংস সাজানো ১৫টি চার, ১টি ছক্কা দিয়ে। ৮২ রানে আউট হন কেএল রাহুল। জুরেল রানের গতি বজায় রেখে ৬৮ বলে ৫১ রান করেন। চারটে চারের পাশাপাশি একটি ছক্কাও হাব্বান। অন্যদিকে প্রভাত জয়সূর্য ১০৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট তোলেন। একটা প্রশ্ন ছিল, শুভমান

গিলরা কি আরও আগেই ডিক্লেয়ার দিতে পারতেন না? তৃতীয় দিনের শুরুতে মাত্র ২ রান যোগ করে অলআউট হয় টিম ইন্ডিয়া। শ্রীলঙ্কার প্রথমজন সেঞ্চুরি করে যান। ১৬৮ বলের ইনিংসে ছিল ৪টে চার ও দু’টা ছক্কা। অন্যদিকে ৮০ রান করেন নিরোশান। টি ব্রেকের ঠিক

পরেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ তাঁকে ফেরান। সেই জুটি ভাঙতেই শ্রীলঙ্কার পতন শুরু হয়। ২৩৬ রানে ৬ উইকেট থেকে অলআউট হয় ২৮৪ রানে। ৭৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন মানব। অন্যদিকে রবীন্দ্র জাদেজা ৫৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট বুলিতে

ভরেন। টেস্ট ক্রিকেটে ৩৫০ উইকেট হয়ে গেল জাদেজার। এর পাশাপাশি ৪০০০ রানও আছে। পঞ্চম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে



৯০ মিনিটের বদলে কেন এবারের প্রি-সিজনে প্রিমিয়ার লিগ ক্লাবগুলি ৪৫, ৬০ বা ১২০ মিনিটের ম্যাচ খেলছে?

নিজস্ব প্রতিবেদন
ফুটবলের আয়ু সেই করে থেকেই ৯০ মিনিটের। দেড়শো বছর ধরে এটিই দস্তুর। অথচ এবার প্রাক-মরসুম বা প্রি-সিজনে হঠাৎ বদল। চেনা ছকে বড়সড় ধাক্কা। একদিকে লিভারপুল। খেলছে ১৬০ মিনিটের ম্যাচ। প্রতিপক্ষ ইতালির কোমো। আবার লিডস ইউনাইটেড বনাম আরবি লাইপজিগের লড়াই গড়াল ১২০ মিনিট। সেটি আবার দু’টি ৬০ মিনিটের অর্ধে ভাগ করা। নাটংহ্যাম ফরেস্ট আর ক্রিস্টাল প্যালেসের মতো দলগুলিও এমন টার্নামেন্ট খেলেছে, যেখানে প্রতি ম্যাচের আয়ু স্কেফ ৪৫ মিনিট। বাইরে থেকে দেখলে গোটা ব্যাপারটাই খামখেয়ালিপনা। মনে হতে পারে অকারণ জটিলতা। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগ স্ক্রুর ঠিক আগে এমন অদ্ভুত সময়ের ম্যাচ কেন? নিছকই চমক? নাকি এর নপথ্যে রয়েছে গভীর কোনও ক্রীড়াবিজ্ঞান? আসলে মরসুম স্ক্রুর আগে ফুটবলাররা যখন গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে ফেরেন, তখন

তাঁদের ফিটনেস থাকে একেবারে প্রাথমিক স্তরে। হালকা দৌড়বার্ণপ আর অ্যাথলিটসুলভ স্বাভাবিক স্ক্যামি। ব্যাস, ওইটুকুই। এই সময় শুরুতেই টানা ৯০ মিনিটের ম্যাচ খেলাটা বেশ বুকির। এই সময় ক্লাবগুলোর লক্ষ্য একেবারে স্পষ্ট-শুরুতে হাই-ইনটেনসিটি বা তীব্রতা বেশি থাকবে। অথচ ভলিউম বা কাজের সময় থাকবে কম। লিভারপুল, সেল্টিক ও লেস্টারের প্রাক্কন পরফরম্যান্স অ্যানালিস্ট ব্রেন ড্রিসকলের কথায়, ‘এতিহ্যগতভাবে, প্রি-সিজনে সাধারণ ৯০ মিনিটের ম্যাচে দলের সবার ফিটনেস সমান জায়গায় নিয়ে আসাটা সবসময়ই একটা বড় চ্যালেঞ্জ।’ কোচেরা সাধারণত তাঁদের প্রথম একাদশ আগেই ঠিক করে ফেলেন। সেই এগারো জনই শেষের দিকের ম্যাচগুলোয় বেশি খেলার সুযোগ পান। এতে বাকিদের ফিটনেসে বিশাল ঘাটতি থেকে যায়। ড্রিসকল আরও যোগ করেন, ‘মরসুম যত কাছে আসে, প্রথম একাদশ আর বাকিদের মধ্যে দূরত্ব

তত বাড়ে। তখন ম্যাচের পর রিজার্ভ বেঞ্চের ছেলেদের ছোটানো খুব কঠিন। হয়তো গ্যালারিতে দর্শক বসে, বা নিরাপত্তারক্ষী তড়া দিচ্ছে। অথবা বিমান ধরার তাড়া।’ প্রাক-মরসুম মানে দলের মনোবল বাড়ানোও ড্রিসকলের ভাষায়, দৌড়ান। হাডার্সফিল্ড টাউনের মেডিক্যাল প্রধান অ্যান্টন ম্যাকএলহোন জানান, ‘প্রথম চার সপ্তাহে আমাদের লক্ষ্য থাকে ফুটবলাররা যেন ওই দূরত্বটা ছোঁয়। কিছু ক্লাব তো ৪০ কিলোমিটারও টার্গেট করে।’ তাঁর মতে, প্রথম

সপ্তাহে অন্তত ৩০-৩৫ কিমি দৌড়ানো উচিত। দ্বিতীয় সপ্তাহে খেলা দরকার ৪৫ মিনিটের ম্যাচ। এতে অন্যান্যসে ৫-৬ কিমি দৌড় হয়ে যায়। তৃতীয় সপ্তাহে গিয়ে ম্যাচের সময় বেড়ে হয় ৬০ মিনিট। চতুর্থ সপ্তাহে লক্ষ্যমাত্রা কমে দাঁড়ায়



২৫-৩০ কিমি। কিন্তু তখন টানা খেলার সময় বেড়ে হয় ৭৫ মিনিট। ম্যাকএলহোনের সাফ বক্তব্য, ‘সর্বই আসলে নির্ণূত অক্ষের খেলা।’ প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি চলে গড়ে ছ’সপ্তাহ ধরে। এর মধ্যেই অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে হয়। সাধারণ ৯০ মিনিটের ম্যাচে স্কোরভেদের সবার মাঠে নামার সুযোগ জোটে না। পারফরম্যান্স কনসালট্যান্ট অ্যালেন ম্যাককলের বক্তব্য, ‘টেজ্জবুক মেনে চললে ছোট ছোট অর্ধে খেলা শুরু করা উচিত। যেমন প্রথমে ২৫ মিনিট, তারপর ৩৫, শেষে ৪৫। কিন্তু হাতে সময় কম থাকায় ফুটবলে সেই বিবালিচা সাজে না। তাই কাজের চাপ আর প্রস্তুতির মধ্যে ভারসাম্য রাখার অন্য পথ খুঁজতে হয়।’ যেমন গত জুলাইয়ে সেন্টার ও ব্রিস্টল রোডার্স ১২০ মিনিটের ম্যাচ খেলেছিল। সেটি চারটি ৩০ মিনিটের অর্ধে ভাগ করা হয়। এতে দু’দলেরই অন্তত ২২ জন করে ফুটবলার পুরো এক ঘণ্টা খেলার সুযোগ পান। দলে কাজের চাপ সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয়। আগে ৯০ মিনিট খেলার

জন্য ১১ জন চনমনে ফুটবলার লাগত। এখন পাঁচ জন পরিবর্ত নামানোর নিয়ম আসায় ছবিটা আমূল পার্লেটেছে। ড্রিসকল জানানছেন, ‘পাঁচটা সাবস্টিটিউটের নিয়ম সব বদলে দিয়েছে। এখন টানা ৬০ মিনিট খেলতে সক্ষম, এমন ১৬-২০ জন ফুটবলার তৈরি রাখাটা বেশি কাজের।’ মরসুমের প্রথম দিনেই দলের সবাই ১০০ শতাংশ ফিট থাকবেন, এমনটা হয় না। ম্যাকএলহোন যেমন বলেন, ‘মরসুমের অন্তত তিন-চারটে ম্যাচ আগে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফিটনেসে পৌঁছতে। কারণ, আসল ম্যাচের চাপের সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা চলে না। প্রস্তুতিতে যাই হোক না কেন, আসল খেলা শুরু হলে এসবের কোনও দাম থাকে না।’ আদতে এই ভেঙে ভেঙে খেলা নতুন কিছু নয়। গত ২০ বছর ধরেই বন্ধ দরজার পিছনে এমনটা চলে আসছে। ফুটবলারদের ফিটনেস আর ওয়াকলোডের নিখুঁত অঙ্ক মেলাতেই কোচ ও বিজ্ঞানীদের এই অভিনব ক্রীতি।

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • নবম সংখ্যা • ১ আগস্ট ২০২৬

হাট

অ্যাটাক

- মাইট্রাল রিগারজিটেশন & হৃদযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতের ধর্মস্যা
- “হাট অ্যাটাককে প্রতিরোধ”
- প্রযুক্তিগত দক্ষতায় হাট প্রতিস্থাপন
- “স্টোন” - ভাবতেই হয়!
- সুস্থ কিডনি
- মূত্রের পরিচ্ছন্নতা, ভাঙ্গা দাঁত ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার
- ক্যান্সার মুক্তির চাবিকাঠি
- প্রোস্টেট ক্যান্সার সচেতনতা
- হাট অ্যাটাক
- সাদে কার্ডিয়াক অ্যারেট
- হাট অ্যাটাক যখন অনাব্যবহারে
- হার্টের সুস্থতায় খাবারের বিভিন্নতা

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন